গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সমাজসেবা অধিদফতর

উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

এক নজরে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ভূমিকা:

সমাজসেবা অধিদফতর সরকারের অন্যান্য জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৫৫ সালে দেশে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯৬১ সালে সমাজসেবা পরিদফতরের সৃষ্টি হয়। ষাটের দশকের সৃষ্টিকৃত পরিদফতরটিই আজ সমাজসেবা অধিদফতরে উন্নীত হয়েছে।

এ অধিদফতরের কার্যক্রম প্রথম দিকে ছিল শহরভিত্তিক এবং সেবামূলক। সময়ের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে এ অধিদফতরের কার্যক্রম দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর দেশের দুস্থ, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র, এতিম, অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী এবং সমাজের অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচি নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় বস্তি সমস্যাসহ নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যা নিরসনে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে Urban Community Development Board, Dhaka-এর আওতায় ১৯৫৫ সালে শহর সমাজসেবা কার্যালয় এবং সমাজকল্যাণ পরিষদের আওতায় হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন, ১৯৪৪ সালের এতিম ও বিধবা সদন আইনের আওতায় পরিচালিত ভবঘুরে কেন্দ্র (সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র), রাষ্ট্রীয় এতিমখানা (সরকারি শিশু পরিবার) পরিচালনার দায়িত্ব ১৯৬১ সালে গ্রহণ করে সৃষ্টি হয় সমাজকল্যাণ পরিদফতর। পরবর্তীতে সমাজসেবা কার্যক্রমের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও বিস্তৃতির কারণে ১৯৭৮ সালে সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠণমূলক বিভাগ হিসেবে উন্নীত হয়ে ১৯৮৪ সালে সমাজসেবা অধিদফতর হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদের আলোকে দেশের বিভিন্ন অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে সরকারের অভিপ্রায় বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে এ অধিদফতর পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত। বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঝুঁকি মোকাবেলা কর্মসূচি ইত্যাদি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এ অধিদফতরের ভূমিকা দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

বিভিন্ন কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের আওতায় আনয়নের জন্য ১৯৬০ সালে The Probation of Offenders Ordinance, ১৯৬১ সালে Registration and Control Ordinance, ২০১১ সালে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন , ২০১৩ সালে শিশু আইন, ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০০৬ সালে কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইনসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

এ অধিদফতর জাতিসংঘসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ বা কনভেনশন বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ, শিশু অধিকার সনদ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ ইত্যাদি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। প্রথম দিকে কল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গি (Welfare Approach) নিয়ে কাজ করলেও বর্তমানে এ অধিদফতর অধিকার ও ক্ষমতায়ন দৃষ্টিভঙ্গি (Right Based and Empowerment Approach) নিয়ে নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

এ অধিদফতরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সেবার হাত সম্প্রসারিত করছে এবং স্থাপন করছে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত আকারে সরকারি সহায়তা) অনুপম দৃষ্টান্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন দিবস ও বছর উদযাপনের মাধ্যমে এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনায় এ অধিদফতরের রয়েছে স্বার্থক প্রয়াস।

সমাজ দর্শন এবং উন্নয়ন কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিশাল কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত সমাজকর্মীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে সমাজসেবা ভবন উদ্বোধনলগ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ জানুয়ারিকে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' ঘোষণা করেন। ৪ জুন ২০১২ তারিখের মন্ত্রিসভা বৈঠকে জানুয়ারি মাসের ২ তারিখকে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' ঘোষণাপূর্বক দিবসটিকে 'খ' ক্যাটাগরি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এ দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে সমাজসেবার কর্মসূচিতে এসেছে নতুন গতি ও প্রাণের সঞ্চার এবং সমাজকর্মীগণ হয়েছে উজ্জীবিত। উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গোমস্তপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হিসেবে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিরলস ভুমিকা পালন করছে।

ভিশন: সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন।

মিশন: উপযুক্ত ও আয়ত্বাধীন সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে অংশীদারগণের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুসংহত ও বিকাশমান সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমানের সমন্বিত সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

গোমস্তাপুর উপজেলার ইতিহাস:

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলা ০৮ টি ইউনিয়ন নিয়ে ১৯১৭ সালের ১৫ জুলাই প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সালের ২১ সেপ্টেম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯১৮ সালের ১ জানুয়ারী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে গোমস্তাপুর থানার কার্যক্রম চালু হয়।

ইহার উত্তর গোলার্ধে ২৪.৪৪ এবং ২৪.৫৮ অক্ষাংশ ও পূর্ব গোলার্ধে ৮৮.১৩ এবং ৮৮.৫৮ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত । ইহার উত্তরে ভারত ও নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলা, পূর্বে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলা, দক্ষিনে নাচোল ও শিবগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে ভোলাহাট ও শিবগঞ্জ উপজেলা ও ভারত ।

উপজেলার আয়তন: ৩২৮.১৩ বর্গ কিলোমিটার

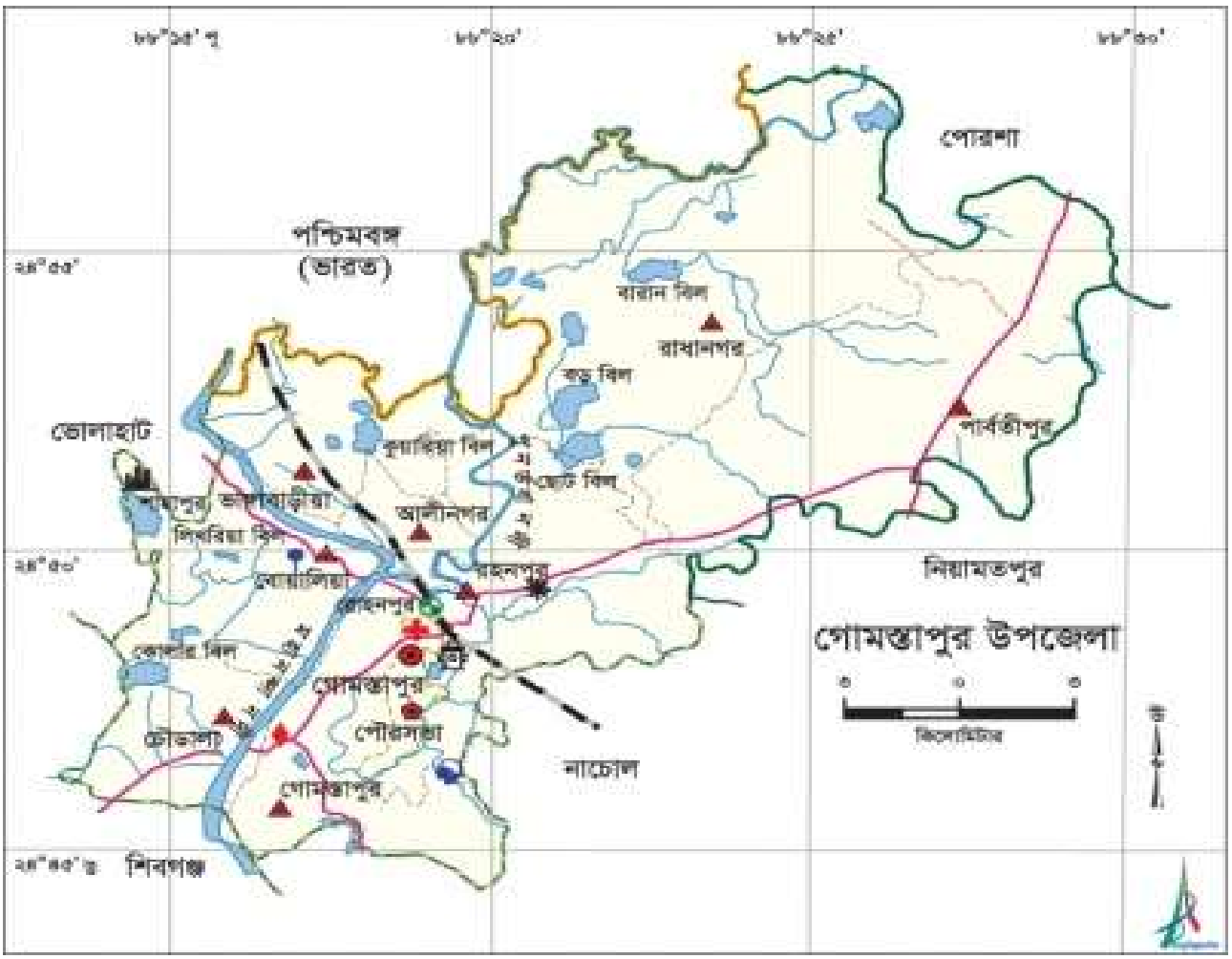

গোমস্তাপুর উপজেলা ভৌগোলিক মানচিত্র

জনসংখ্যা সংখ্যা: জনসংখ্যা ২,৪০,১২৩ জন (২০১১ জনশুমারী)

ইউনিয়ন সংখ্যা ও নাম: ৮ টি

১। গোমস্তাপুর
২। বাঙ্গাবাড়ী
৩। রাধানগর
৪। পার্বতীপুর
৫। রহনপুর
৬। বোয়ালিয়া
৭। চৌডালা

৮। আলীনগর

পৌরসভা সংখ্যা ও নাম: ০১ টি

১। রহনপুর পৌরসভা (ক শ্রেণীভুক্ত)

গ্রাম সংখ্যা: ২৬৬ টি

উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের অবস্থান:

গোমস্তাপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরের দক্ষিণ পার্শ্বের প্রাচীর সংলগ্ন এইচ এম আর মঞ্জিল।

জেলা সদর হতে দূরত্ব: ৩৫ কি: মি:

কর্মকর্তা গণের নাম ও কার্যকাল:

ক্রমিক নম্বর	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল
১	জনাব মোঃ সেরাজুল হক (রাজস্ব)	১২/০৩/১৯৮৪ হতে ২৫/০৩/১৯৮৫
২	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক খান (উন্নয়ন)	২০/০১/১৯৮৫ হতে ৩০/০৪/১৯৮৬
৩	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান (উন্নয়ন)	৩০/০৪/১৯৮৬ হতে ৩০/০৬/১৯৮৭
৪	জনাব মোঃ নুর্তাজ আলী (সহকারী পরিচালক)	০১/০৭/১৯৮৭ হতে ২৮/০২/১৯৮৯
৫	জনাব মোঃ ইদ্রিস আলী (রাজস্ব)	২৮/০২/১৯৮৯ হতে ০৪/০৯/১৯৮৯
৬	জনাব সেরাজুল হক (রাজস্ব)	১৯/০৯/১৯৮৯ হতে ০৬/০৯/১৯৯৩
৭	জনাব মোঃ আতাউর রহমান (রাজস্ব)	০৯/০৩/১৯৯৩ হতে ০৫/০৯/২০০১
৮	জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	০৫/০৯/২০০১ হতে ১৭/০৩/২০০২
৯	জনাব মোঃ এ এস এম আনোয়ারুল করিম	১৮/০৩/২০০৩ হতে ২৬/০১/২০০৩
১০	জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	২৬/০১/২০০৩ হতে ১৪/০৯/২০০৩
১১	জনাব মোঃ আজিজুল হক	১৪/০৯/২০০৩ হতে ১৯/১০/২০০৮
১২	জনাব মোঃ আসাদুল হক (অ: দা:)	১৯/১০/২০০৮ হতে ২৪/০২/২০১০
১৩	মোসাঃ তাহেরা বেগম (ভারপ্রাপ্ত)	২৪/০২/২০১০ হতে ২৭/০৫/২০১৪
১৪	জনাব কাঞ্চন কুমার দাস (অ: দা:)	২৭/০৫/২০১৪ হতে ২২/০৭/২০১৫
১৫	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম	২২/০৭/২০১৫ হতে ২৬/১১/২০১৫
১৬	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান (অ: দা:)	২৬/১১/২০১৫ হতে ১৯/০৭/২০১৭
১৭	জনাব মোঃ সোহেল রানা	১৯/০৭/২০১৭ হতে ১৯/০১/২০২০
১৮	জনাব নূরুল ইসলাম	১৯/০১/২০২০ হতে

জনবল কাঠামো:

ক্রঃনং	পদের নাম	মঞ্জরী কৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	০১	০১	-	
২.	সহকারী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	০১	০	০১	
৩.	ফিল্ড সুপারভাইজার	০১	০১	-	
৪.	অফিস সহকারী যুক্ত কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	-	
৫.	ইউনিয়ন সমাজকর্মী	০৫	০৫	-	
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষক	০৩	০২	০১	
৭.	অফিস সহায়ক	০১	০১	-	
৮.	নৈশ প্রহরী	০১	০	০১	
	সর্বমোট	১৪	১১	০৩	

যোগাযোগ:

কর্মকর্তার নাম ও মোবাইল:

নূরুল ইসলাম
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
মোবাইল নং: ০১৭০৮৪১৫০৪১
ফোন (অফিস): ০২৫৮৮৮৯৫৭৫২
ই-মেইল: usso.gomastapur@dss.gov.bd
ব্যাচ (বিসিএস): ৩৫
বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ: ১৯ জানুয়ারি ২০২০

কর্মচারিদের নাম ও মোবাইল:

ক্র. নং	ছবি	নাম	পদবি ও কর্মএলাকা	মোবাইল নং
১		মুহাঃ সফিকুল ইসলম	ফিল্ড সুপারভাইজার	০১৭২২০৯৬৯৭২
২		মোঃ আমিরুল হক	ইউনিয়ন সমাজকর্মী (রাধানগর ও পার্বতীপুর)	০১৭২৬২৫৭৬১৬
৩		মোঃ নাহিদ হাসান	ইউনিয়ন সমাজকর্মী (বোয়ালিয়া)	০১৭১০৪৯৬৯৫৮
৪		ইব্রাহিম আলী	ইউনিয়ন সমাজকর্মী (চৌডালা)	০১৭২২৭৫৫০৪১
৫		মোসাঃ মুনিরা খাতুন	ইউনিয়ন সমাজকর্মী (আলীনগর)	
৬		মোসা: সিমা খাতুন	ইউনিয়ন সমাজকর্মী (পৌরসভা)	
৭		মোঃ আখের আলী	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১৭৩৮৩০৬২৯৬

ক্র. নং	ছবি	নাম	পদবি ও কর্মএলাকা	মোবাইল নং
৮		মোসাঃ রওশন আরা	কারীগরি প্রশিক্ষক (বাংগাবাড়ী)	০১৭২৯৫৯৯৩২১
৯		মোসাঃ শাহনাজ বেগম	কারীগরি প্রশিক্ষক (গোমস্তাপুর ও রহনপুর)	০১৭৩২৭৬০৯৫৬
১০		মোঃ আতিকুল হক	অফিস সহায়ক	০১৭৫৫১৮০৭৫৮

উপজেলায় বাস্তবায়িত কর্মসূচীসমূহ:

সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী

১। পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচী (আরএসএস) ১ম-৬ষ্ঠ পর্ব
২। পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচী (আরএসএস/১২)
৩। পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচী
৪। দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কর্মসূচী

ভাতা সংক্রান্ত কর্মসূচী

১। বয়স্ক ভাতা-১২৪১৮ জন
২। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা-৭২১৫ জন
৩। প্রতিবন্ধী ভাতা-৫৪১১ জন
৪। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা-৩৯ জন

উপবৃত্তি সংক্রান্ত কর্মসূচী

১। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি-৪০ জন
২। প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি-৫৪ জন

অন্যান্য কর্মসূচী:

১। প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ কর্মসূচী: প্রতিবন্ধিতার ধরণ ও মাত্রা নিরূপণ, সদন ও পরিচয়পত্র প্রদান
২। ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের এককালিন ৫০,০০০/-আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
৩। ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচী
৪। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কর্মসূচী
৫। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে নিবন্ধনপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের মাঝে অনুদান বিতরণে সহায়তা
৬। রোগী কল্যাণ সংক্রান্ত কর্মসূচী: দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের ঔষধ, পথ্য ও এম্বুলেন্স সুবিধা

৭। নিবন্ধন প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান
৮। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
৯। প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস
১০। সকল ভাতা ই-পেমেন্ট (G2P) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন: সকল ভাতা/উপবৃত্তি সরাসরি ব্যক্তির ব্যক্তিগত একাউন্টে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক এশিয়া লি: নিয়োজিত রয়েছে।
১১। উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুদান বিতরণ: ক) সাধারণ অনুদান খ) প্রাকৃতিক দুযোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অনুদান।
১২। উপজেলা শিশু কল্যাণ কর্মসূচী: শিশু আইন-২০১৩ অনুসারে শিশু কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
১৩। দগ্ধদের চিকিৎসা সহায়তা
১৪। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ বিতরণ: হুইল চেয়ার, হেয়ারিং এইড, সাদা ছড়ি, ট্রাই সাইকেল ইত্যাদি।
১৫। নির্বাচন কমিশন ও আদালত কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও জনকল্যাণে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদানসহ সরকারে নির্বাহী আদেশে অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

কর্মসূচীভিত্তিক বিবরণ:

সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতয় এ উপজেলায় পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) এবং এসিড দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(ক) পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ খাতে এ যাবৎ বরাদ্দকৃত সর্বমোট মূলধনের পরিমাণ ১,০৯,৩২,৬৮৪/-(এক কোটি নয় লক্ষ বত্রিশ হাজার ছয়শত চুরাশি) টাকা; যা এ উপজেলার পশ্চাদপদ পরিবারকে ঋণদানের মাধ্যমে স্ববলম্বী করণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

(খ) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আ্ওতায় পরিচালিত ঋণ কার্যক্রমে এ উপজেলায় সর্বমোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ১৭,৩৩,৮৭৭/- (সতের লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটশত সাতাত্তর) টাকা; যা এ উপজেলার পশ্চাদপদ দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ঋণদানের মাধ্যমে স্ববলম্বী করণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

(গ) এছাড়া পল্লী মাতৃকেন্দ্রের আওতায় ২২,৩২,৫০০/- (বাইশ লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে যার মাধ্যমে এ এলাকার অসহায় ও দরিদ্র মহিলারা স্বাবলম্বী হচ্ছে।

পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচী (আরএসএস):

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনায় সমাজসেবা অধিদফতর ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীন ১৯টি থানায় ‘পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম’ শুরু করে। এর সফলতার আলোকে ১৯৭৭ সালে আরও ২১টি থানায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে সম্প্রসারিত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ২য় পর্বে (১৯৮০-৮৭) ১০৩টি উপজেলায়, ৩য় পর্বে (১৯৮৭-৯২) ১২০টি উপজেলায়, ৪র্থ পর্বে (১৯৯২-৯৫) ৮১টি উপজেলায়, ৫ম পর্বে (১৯৯৫-২০০২) ১১৯টি উপজেলায়, ৬ষ্ঠ পর্বে (২০০৪-০৭) ৪৭০টি উপজেলায় এবং বর্তমানে এরই ধারাবাহিকতায় দেশের সকল উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে বিভিন্ন কর্মদলে সুসংগঠিত করা হয়ে থাকে এবং সুদমুক্ত ক্ষুদ্র পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনমূলক ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে দেশের সকল প্রকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে

সমগ্র বাংলাদেশের চিত্র:

ক্র. নং	কর্মসূচির শুরু	সর্বমোট বরাদ্দ	ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে মূল বিনিয়োগের পরিমাণ	ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে মূল বিনিয়োগ আদায়ের পরিমাণ	আদায়ের হার	ক্রম: পুঞ্জিত অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ	আদায়ের হার
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
০১	১৯৭৪	৫৭২,০৮,৬৬,২৮২	৫৩৮,৩০,৫২,০০০	৪৮৩,৪৯,৩০০০	৯১%	১০৪৯,৪৩,৪৮,০০০	৯০%

আদায়কৃত মোট সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	প্রাপ্ত ব্যাংক সুদ	উপকারভোগীর ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ	শুরু হতে উপকারভোগীর সংখ্যা	বর্তমান উপকারভোগীর সংখ্যা
০৯	১০	১১	১২	১৩
১৩৭,৯৩,৪৪,০০০	৩৭,৩৯,৩৩,০০০	১৫,৮৪,৩৫,০০০	৩৩,২৫,৫১১ জন	৯,৬৮,২৭৬ জন

তথ্যসূত্র: dss.gov.bd (হালনাগাদ ২১ জুলাই, ২০২২ খ্রি.)

গোমস্তাপুর উপজেলার তথ্য:

ক্র. নং	সর্বমোট বরাদ্দ	ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে মূল বিনিয়োগের পরিমাণ	ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে মূল বিনিয়োগ আদায়ের পরিমাণ	আদায়ের হার	ক্রম: পুঞ্জিত অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ	আদায়ের হার
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১	১,০৯,৩২,৬৮৪	১,০৫,০৮,৬৮৪	৮২,৭৭,৫৯৭	৮৯%	২,৬৫,৮৯,৪০০	৯৬%

মন্তব্য: ২৪০০০/-সামাজিক খাতে ব্যয় করা হয়েছে।

আদায়কৃত মোট সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	প্রাপ্ত ব্যাংক সুদ	উপকারভোগীর ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ	স্কীম সংখ্যা	বর্তমান উপকারভোগীর পরিবার সংখ্যা
০৮	০৯	১০	১১	১২
২৮,৭৮,৮২৪	১৫,৮৯,৫৫৬	১,১০,১৫০	৫৪০০	৫৪০০

তথ্যসূত্র: উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (হালনাগাদ ২৮/১২/২০২৩)

পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচী:

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, যাদের অধিকাংশই পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী সুবিধাবঞ্চিত। এ সকল নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ হতে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত নারীদের সংগঠিত করে পরিবার ভিত্তিক দরিদ্রতা হ্রাস করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের গ্রাম এলাকার লক্ষ্যভুক্ত নিম্ন আয়ের অনগ্রসর দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করে তাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন করা হয়। শুধুমাত্র জন্মদানে সক্ষম নারীদের অংশগ্রহণে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলার ৪৯২ টি উপজেলায় এ কর্মসূচি চালু রয়েছে। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামের দরিদ্র নারীদের ছোট পরিবার গঠনের উপকারিতা, বয়স্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মা ও শিশুযত্ন সম্পর্কে অবহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, সঞ্চয় সৃষ্টি ও অর্থকরী লাভজনক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। এ কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক সদস্যকে ১০০০০ টাকা থেকে ৫০০০০ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। ৫% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০টি কিস্তিতে সর্বোচ্চ ১ বছর মেয়াদে এ ঋণ পরিশোধযোগ্য।

সেবা গ্রহীতা:

- বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক
- নির্বাচিত গ্রামের বাসিন্দা
- পল্লী মাতৃকেন্দ্রের কর্মদলের দলীয় সদস্য
- পারিবারিক গড় আয়: ০ হতে ৫০০০০ টাকা পর্যন্ত, ‘ক’ শ্রেণি (দরিদ্রতম)
- পারিবারিক গড় আয়: ৫০০০১ টাকা হতে ৬০০০০ টাকা পর্যন্ত ‘খ’ শ্রেণি (দরিদ্র)
- পারিবারিক গড় আয়: ৬০০০১ টাকার ঊর্ধ্বে (ধনী/দারিদ্র্য সীমার উপরে) ‘গ’ শ্রেণি

সমগ্র বাংলাদেশের চিত্র:

ক্র. নং	কর্মসূচির শুরু	মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা	আওতাভুক্ত ইউনিয়ন সংখ্যা	আওতাভুক্ত গ্রামের সংখ্যা	ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে প্রাপ্ত তহবিল	বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ	পুন: বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
০১	১৯৭৫	১৪৮০৬ টি	৪২৬২টি	১২৩৬০ টি	৯৪.৩১ কোটি টাকা	৭৬.৩৩ কোটি টাকা	১৪৩.৫০ কোটি টাকা

আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ	দলীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ	মূল অর্থ আদায়ের হার	উপকৃত পরিবার সংখ্যা
০৯	১০	১১	১২
১৯.৪৪ কোটি টাকা	৪.৫৩ কোটি টাকা	৯০%	৬.২৬ লক্ষ

তথ্যসূত্র: dss.gov.bd (হালনাগাদ ০৭ জুলাই, ২০২২ খ্রি.)

গোমস্তাপুর উপজেলার তথ্য:

ক্র. নং	কর্মসূচির শুরু	মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা	আওতাভুক্ত ইউনিয়ন সংখ্যা	আওতাভুক্ত গ্রামের সংখ্যা	ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে প্রাপ্ত তহবিল	বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ	পুন: বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
০১	১৯৯৫	২০	৮ ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা	২০	২২,৩২,৫০০	২২,৩২,৫০০	৭৭,০০,০০০

আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ	দলীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ	মূল অর্থ আদায়ের হার	উপকৃত পরিবার সংখ্যা
০৯	১০	১১	১২
৭,৮২,৬২৩	২৫,৮০০	১০০%	৪৩২

তথ্যসূত্র: উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (হালনাগাদ-৩০/১২/২০২৩)

দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কর্মসূচী:

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি স্বল্প আয়তন ও ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। খাদ্যাভাব, পুষ্টিহীনতা, পরিবেশ দূষণজনিত রোগ-ব্যাধি, আর্সেনিক বিষক্রিয়া, আয়োডিনের অভাবজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব, প্রতিনিয়ত যানবাহন দুর্ঘটনা, খরা-বন্যা-জলোচ্ছাস-ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দেশের মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক দুর্ভোগের কারণ। এছাড়া সহিংস এসিড নিক্ষেপ, আগুন, বোমাবাজি ও অন্যান্য রাসায়নিক দাহ্য পদার্থের অসতর্ক ব্যবহার অথবা অপব্যবহারের কারণে প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষ দগ্ধ হয়ে সুচিকিৎসার অভাব অথবা অপচিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করছে না হয় পঙ্গুত্ব বরণ করে প্রতিবন্ধী হয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। এ সকল দগ্ধজনিত ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কর্মসংস্থান ও সুযোগের অভাবে পরিবারের গলগ্রহ হয়ে-ক্ষুধা, অবহেলা ও অযত্নে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

প্রতিবন্ধীতা কোন অভিশাপ বা কোন দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণ যা-ই হউক না কেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা ও নিয়মিত পরিচর্যার ব্যবস্থা করা গেলে অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের বিষয়টি নিজের ইচ্ছাকৃত বা কোন কর্মফল নয় বরং জন্মগত বা কোন না কোন দুর্ঘটনার ফল। তাই এরূপ দুর্ঘটনা প্রত্যেকের জীবনেই সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

প্রতিবন্ধী হওয়ার জন্য এসিড নিক্ষেপ, আগুনে দগ্ধ বা অন্যান্য দুর্ঘটনার কারণগুলো কোন পরিকল্পিত সহিংস ঘটনা বা দুর্ঘটনা যা-ই হোক না কেন এ সমস্যা সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব না হলেও সচেতনতা সৃষ্টি ও সতর্কতা অবলম্বনের

মাধ্যমে এরূপ দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যথাসময়ে ব্যবস্থা নেয়া গেলে যে কোন দগ্ধজনিত বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ করে তোলা যায়। প্রশিক্ষণের দ্বারা প্রতিবন্ধীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে উপার্জনক্ষম ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন, আত্ম-নির্ভরশীল, স্বাবলম্বী এবং সামাজিকভাবে পুনর্বাসনে সহায়তা করা সম্ভব।

সমগ্র বাংলাদেশের তথ্য:

ক্র. নং	কর্মসূচির শুরু	সর্বমোট বরাদ্দ	ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে মূল বিনিয়োগের পরিমাণ	ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে মূল বিনিয়োগ আদায়ের পরিমাণ	আদায়ের হার	ক্রম: পুঞ্জিত অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ	আদায়ের হার
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
০১	২০০২-২০০৩	৯৯ কোটি ৩৯ লক্ষ ০৬ হাজার ২৫০ টাকা	৯৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৭০ টাকা	৭৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭৭০ টাকা	৭৮%	১৩৩ কোটি ০১ লক্ষ ১৩ হাজার ১৪৭ টাকা	৭৬%

আদায়কৃত মোট সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	প্রাপ্ত ব্যাংক সুদ	উপকারভোগীর ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ	শুরু হতে উপকারভোগীর সংখ্যা	বর্তমান উপকারভোগীর সংখ্যা
০৯	১০	১১	১২	১৩
৮ কোটি ৭০ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৫৫ টাকা	৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৭ হাজার ২১৮ টাকা	২ কোটি ৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৯৫ টাকা	১ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৫৩ টি পরিবার	১ লক্ষ ৬৮৪ হাজার ২৭৬ জন

গোমস্তাপুর উপজেলার তথ্য:

ক্র. নং	কর্মসূচির শুরু	সর্বমোট বরাদ্দ	ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে মূল বিনিয়োগের পরিমাণ	ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে মূল বিনিয়োগ আদায়ের পরিমাণ	আদায়ের হার	ক্রম:পুঞ্জিত অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ	আদায়ের হার
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
০১	২০০৪	**১৭,৩৩,৮৭৭**	**১৭,৩৩,৮৭৭**	১৪,৫৭,৬২১	৯৫%	৪৩,৩১,০০০	৯৬%

আদায়কৃত মোট সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	প্রাপ্ত ব্যাংক সুদ	উপকারভোগীর ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ	শুরু হতে উপকারভোগীর সংখ্যা	বর্তমান উপকারভোগীর সংখ্যা
০৯	১০	১১	১২	১৩
২,৪৩,৮১৯	১,১৭,০৩১	প্রযোজ্য নয়	৫৬৯	৩১৯

তথ্যসূত্র: উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (হালনাগাদ-৩০/১১/২০২২)

ভাতা সংক্রান্ত কর্মসূচী

১। বয়স্ক ভাতা

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুস্থ ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ও পরিবার ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে 'বয়স্কভাতা' কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। প্রাথমিকভাবে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাসহ ১০ জন দরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের আওতায় আনা হয়। পরবর্তীতে দেশের সকল পৌরসভা ও সিটিকর্পোরেশন এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গিকার হিসেবে ২০২১ সালের মধ্যে বয়স্কভাতাভোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে ক্ষমতা গ্রহণোত্তর ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বয়স্কভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ জন থেকে বৃদ্ধি করে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার জনে এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ২৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৫৭ লক্ষ ০১ হাজার বয়স্ক ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হবে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এ খাতে বরাদ্দ রয়েছে ৩৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা।

বর্তমানে বয়স্কভাতা কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো; ২০১৩ সালে প্রণীত বাস্তবায়ন নীতিমালা সংশোধন করে যুগোপযোগীকরণ, অধিক সংখ্যক মহিলাকে ভাতা কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে মহিলাদের বয়স ৬৫ বছর থেকে কমিয়ে ৬২ বছর নির্ধারণ, উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ, ডাটাবেইজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ১০ টাকার বিনিময়ে সকল ভাতাভোগীর নিজ নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আংশিক এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে সকল উপকারভোগীকে মাসিক ভাতা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার নগদ, বিকাশের মাধ্যমে জিটুপিতে (গভর্মেন্ট টু পারসন) প্রদান করা হচ্ছে।

সমগ্র বাংলাদেশের তথ্য:

কভারেজ			**বাজেট**			**সেবা'র বিবরণ**		
শুরুতে	**শুরুর সময়**	**বর্তমানে**	**শুরুতে**	**শুরুর সময়**	**বর্তমানে**	**শুরুতে**	**শুরুর সময়**	**বর্তমানে**

৪.০৩ লক্ষ জন	১৯৯৭-৯৮	৫৭.০১ লক্ষ জন (২০২২-২৩)	১২.৫০ কোটি টাকা	১৯৯৭-৯৮	৩৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা	জনপ্রতি মাসিক ১০০ টাকা হারে ৩ মাস পরীক্ষামূলক	১৯৯৭-৯৮	জনপ্রতি মাসে ৬০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয় (২০২৩-২৪)

গোমস্তাপরে উপজেলার তথ্য:

কভারেজ		**বাজেট**	**সেবা'র বিবরণ**	
শুরুর সময়	**বর্তমানে** (২০২২-২৩)	**বর্তমানে**	**শুরুতে**	**বর্তমানে**
১৯৯৭-৯৮	১২৪১৮	৭,৪৫,০৮,০০০	জনপ্রতি মাসিক ১০০ টাকা হারে ৩ মাস পরীক্ষামূলক	জনপ্রতি মাসে ৬০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয় (২০২৩-২৪)

তথ্যসূত্র: উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (হালনাগাদ৩০/১১/২০২৩)

বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬৫ বছর এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬২ বছর হতে হবে।

২। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতররের মাধ্যমে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থ বছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার ১১০ জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে এ কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়।

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের জন্য বর্তমান সরকার পুনরায় ২০১০-১১ অর্থ বছরে এ কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে প্রবর্তিত এ কর্মসূচি সমাজসেবা অধিদফতর সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হবে। চলতি অর্থ বছরে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৪৯৫.৪০ কোটি টাকা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হওয়ার পর এ কর্মসূচিতে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বিগত ৬ বছরে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত বাস্তবায়ন নীতিমালা সংশোধন করে যুগোপযোগীকরণ, উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ, ডাটাবেইজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ। এ ছাড়া ১০ টাকার বিনিময়ে সকল ভাতাভোগীর নিজ নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে যা বর্তমানে প্রযোজ্য নয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচির আংশিক এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে সকল উপকারভোগীকে মাসিক ভাতা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার নগদ, বিকাশের মাধ্যমে জিটুপিতে (গভর্মেন্ট টু পারসন) প্রদান করা হচ্ছে।

সমগ্র বাংলাদেশের তথ্য:

কভারেজ	**বাজেট**	**সেবা'র বিবরণ**

শুরুতে	শুরুর সময়	বর্তমানে	শুরুতে	শুরুর সময়	বর্তমানে	শুরুতে	শুরুর সময়	বর্তমানে
৪.০৩ লক্ষ জন	১৯৯৮-৯৯	২৪.৭৫ লক্ষ জন (২০২২-২৩)	৪০.৩১ কোটি টাকা	১৯৯৮-৯৯	১৪৯৫.৪০ কোটি টাকা (২০২২-২৩)	জনপ্রতি মাসিক ১০০ টাকা হারে বছরে ১ মাস পরীক্ষামূলক	১৯৯৮-৯৯	জনপ্রতি মাসে ৫৫০ টাকা হারে সারা বছর (২০২৩-২৪)

গোমস্তাপরে উপজেলার তথ্য:

কভারেজ		বাজেট	সেবা'র বিবরণ	
শুরুর সময়	বর্তমানে (২০২২-২৩)	বর্তমানে	শুরুতে	বর্তমানে
১৯৯৮-৯৯	৭২১৫	৪,৩২,৯০,০০০	জনপ্রতি মাসিক ১০০ টাকা হারে বছরে ১ মাস পরীক্ষামূলক	জনপ্রতি মাসে ৫৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয় (২০২৩-২৪)

তথ্যসূত্র: উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (হালনাগাদ-৩০/১১/২০২২)

৩। প্রতিবন্ধী ভাতা

বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রদানে বদ্ধপরিকর। ২০০১ সালে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে এ আইনটি বাতিল করে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' প্রবর্তন করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের সুরক্ষা প্রদানের অনন্য দলিল। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রদান করা হয়। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্বের অংশ হিসেবে ২০০৫-০৬ অর্থ বছর হতে প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। শুরুতে ১,০৪,১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ ৮ হাজার জন থেকে বৃদ্ধি করে ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার জন করা হয়। মাসিক ভাতার হার ৭৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম খাতে মোট বরাদ্দের পরিমান ২৪২৯.১৮ কোটি টাকা। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিবিড় তদারকি এবং সমাজসেবা অধিদফতরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রমের ফলে প্রতিবন্ধী ভাতা বিতরণ কার্যক্রম প্রায় শতভাগ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

বর্তমান সরকারের সময় প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যমান বাস্তবায়ন নীতিমালা সংশোধন করে যুগোপযোগীকরণ, উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ, ডাটাবেইজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ভাতা বিতরণ কার্যক্রম সহজিকরণের লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছর হতে জিটুপি পদ্ধতিতে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে।

সমগ্র বাংলাদেশের তথ্য:

কভারেজ			বাজেট			সেবা'র বিবরণ		
শুরুতে	**শুরুর সময়**	**বর্তমানে**	**শুরুতে**	**শুরুর সময়**	**বর্তমানে**	**শুরুতে**	**শুরুর সময়**	**বর্তমানে**
১.০৪ লক্ষ জন	২০০৫-০৬	২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার (২০২২-২৩))	২৪.৯৯ কোটি টাকা	২০০৫-০৬	২৪২৯.১৮ কোটি টাকা	জনপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে	২০০৫-২০০৬	জনপ্রতি মাসে ৮৫০ টাকা হারে

গোমস্তাপরে উপজেলার তথ্য:

কভারেজ		বাজেট	সেবা'র বিবরণ	
শুরুর সময়	**বর্তমানে** (২০২২-২৩)	**বর্তমানে**	**শুরুতে**	**বর্তমানে**
২০০৫-০৬	৫৪১১	৫,৫১,৯২,২০০	জনপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে	জনপ্রতি মাসে ৮৫০ টাকা হারে (২০২২-২৩)

তথ্যসূত্র: উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (হালনাগাদ-৩০/১১/২০২২)

৪। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা:

অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপমতে বাংলাদেশে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী প্রায় ১৪,৯০,০০০ জন। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা এ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। নিয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি দুটি একত্রে ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে "অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি "নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছর হতে এ কার্যক্রমের বিশেষ ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তির নগদ সহায়তায় জিটুপি পদ্ধতিতে উপকারভোগীর মোবাইল হিসাবে প্রেরণ করা হচ্ছে।

অনগ্রসর সম্প্রদায়:
অনগ্রসর সম্প্রদায় বা শ্রেণী যারা সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। চরম অবহেলিত, বিছিন্ন, উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসেবে এরা পরিচিত। অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে জেলে, সন্যাসী, ঋষি, বেহারা, নাপিত, ধোপা, হাজাম, নিকারী, পাটনী, কাওড়া, তেলী, পাটিকর, সুইপার, মেথর বা ধাঙ্গার, ডোমার, ডোম, রাউত, ও নিম্নশ্রেণীর পেশার জনগোষ্ঠী।

কার্যক্রমসমূহ:

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হবে:

1. ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অক্ষম ও অসচ্ছল ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান;
2. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত লক্ষ্যভুক্ত শিক্ষার্থীদের মাসিক হারে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান:
3. ১৮ বছরের উর্ধ্বে কর্মক্ষম অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত পটভূমি:

২০১২ -২০১৩ অর্থ বছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলাকে অর্ন্তভূক্ত করে এ কর্মসূচি শুরু হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে নতুন ১৪ জেলাসহ মোট ২১টি জেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয় এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পূর্বের ২১ জেলা সহ নতুন ৪৩টি জেলায় কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে মোট ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সমগ্র বাংলাদেশে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির বিশেষ ভাতার পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০১২-১৩	২১০০
২০১৩-১৪	১০৫০০
২০১৪-১৫	১০৫৩৯
২০১৫-১৬	১৯১৩৯
২০১৬-১৭	১৯৩০০
২০১৭-১৮	২৩২০০
২০১৮-১৯	৪০০০০
২০১৯-২০	৪৫০০০
২০২০-২১	৪৫২৫০
২০২২-২৩	৪৫২৫০

গোমস্তাপুর উপজেলায় শুধু অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা চালু রয়েছে:

অর্থ বছর	উপকারভোগীর সংখ্যা	সেবার বিবরণ
২০২২-২৩	৪০	৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অক্ষম ও অসচ্ছল ব্যক্তিকে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়।

উপবৃত্তি সংক্রান্ত কর্মসূচী:

১। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি

অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপমতে বাংলাদেশে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী প্রায় ১৪,৯০,০০০ জন। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা এ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। নিয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি দুটি একত্রে ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে "অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি "নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছর হতে এ কার্যক্রমের বিশেষ ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তির নগদ সহায়তায় জিটুপি পদ্ধতিতে উপকারভোগীর মোবাইল হিসাবে প্রেরণ করা হচ্ছে।

অনগ্রসর সম্প্রদায়:
অনগ্রসর সম্প্রদায় বা শ্রেণী যারা সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। চরম অবহেলিত, বিছিন্ন, উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসেবে এরা পরিচিত। অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে জেলে, সন্যাসী, ঋষি, বেহারা, নাপিত, ধোপা, হাজাম, নিকারী, পাটনী, কাওড়া, তেলী, পাটিকর, সুইপার, মেথর বা ধাঙ্গার, ডোমার, ডোম, রাউত, ও নিম্নশ্রেণীর পেশার জনগোষ্ঠী।

কার্যক্রমসমূহ:

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হবে:

1. ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অক্ষম ও অসচ্ছল ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান;
2. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত লক্ষ্যভুক্ত শিক্ষার্থীদের মাসিক হারে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান:
3. ১৮ বছরের উর্ধ্বে কর্মক্ষম অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত পটভূমি:
২০১২ -২০১৩ অর্থ বছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলাকে অর্ন্তভূক্ত করে এ কর্মসূচি শুরু হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে নতুন ১৪ জেলাসহ মোট ২১টি জেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয় এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পূর্বের ২১ জেলা সহ নতুন ৪৩টি জেলায় কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে মোট ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সমগ্র বাংলাদেশে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির বিশেষ ভাতার পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	উপকারভোগীর সংখ্যা

২০১২-১৩	৮৭৫
২০১৩-১৪	২৮৭৭
২০১৪-১৫	২৮৭৭
২০১৫-১৬	৮৫২৬
২০১৬-১৭	৮৫৮৫
২০১৭-১৮	১০৭৩২
২০১৮-১৯	১৯০০০
২০১৯-২০	২১৯০০
২০২০-২১	২১৯০৩
২০২২-২৩	২১৯০৩

গোমস্তাপুর উপজেলার তথ্য:

অর্থ বছর	উপকারভোগীর সংখ্যা	সেবার বিবরণ
২০২২-২৩	৩৯	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত লক্ষ্যভুক্ত শিক্ষার্থীদের মাসিক হারে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান।

২। প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী:

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দায়িত্ববোধের পরিবর্তন লক্ষণীয়। সাম্প্রতিকালে বিভিন্ন দেশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের অঙ্গীকার প্রদান করেছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১ তম অধিবেশনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ অনুমোদিত হয়,যা ৩ মে, ২০০৮ তারিখ থেকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন হিসেবে কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার উক্ত সনদে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে এবং এর ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধি-বিধানেও স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। বাংলাদেশ

সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতাহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর তফসিল ১১ (ক) তে- বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিতে, পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি, বিশেষ করে, দুঃস্থ ও অসহায় প্রতিবন্ধী শিশু, প্রতিবন্ধী নারী এবং বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অর্ন্তভুক্তি নিশ্চিত করার বিষয়ে বলা হয়েছে। অনগ্রসর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার তার সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে।

কর্মসূচি শুরুর বছর:

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরদের শিক্ষা লাভের সহায়তা হিসেবে ২০০৭-০৮ অর্থ বছর থেকে 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি' প্রবর্তন করা হয়েছে। শুরুতে এ কর্মসূচিতে উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ২০৯ জন; মাসিক উপবৃত্তির হার প্রাথমিক স্তরে ৩০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৪৫০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৬০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১০০০ টাকা ছিল। পর্যায়ক্রমে উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও উপবৃত্তির হারও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সামাজিক সুরক্ষা, কল্যাণ ও উন্নয়ন;

২. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমাজের মূলধারায় আনয়ন;

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ঝরেপড়া রোধ করে সুশিক্ষায় শিক্ষিতকরণের
মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধি করা;

৪. জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি;

৫. প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সুদৃঢ়করণ;

৬. দরিদ্র প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা;

৭. প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষায় সরকার কর্তৃক গৃহীত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায়
সন্নিবেশিত বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখা।

সংজ্ঞা: প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ধারা ২ (১০) অনুযায়ী একই আইনের ধারা ৩ –এ উল্লিখিত প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে বুঝাবে। যেমন-

(ক) অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস (autism or autism spectrum disorder);

(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধিতা (physical disability)

(গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা (mental illness leading to disability);

(ঘ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা (visual disability);

(ঙ) বাক প্রতিবন্ধিতা (speech disability);
(চ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা (intellectual disability);
(ছ) শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা (hearing disability);
(জ) শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা (deaf-blindness);
(ঝ) সেরিব্রালপালসি (cerebral palsy)
(এ) ডাউন সিনড্রোম (down syndrome);
(ট) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (multiple disability); এবং
(ঠ) অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা (otherdisability)।

উপবৃত্তি প্রদানের স্তর ও পরিমাণ: প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের তিন মাস অন্তর ৪ (চার) কিস্তিতে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

ক্রম	শিক্ষার ধাপ	শ্রেণি	মাসিক উপবৃত্তির পরিমান (২০২২-২৩ অর্থ বছর)	শিক্ষার্থীর সংখ্যা (২০২২-২৩ অর্থ বছর)
১.	প্রাথমিক স্তর	১ম থেকে ৫ম শ্রেণি/সমমান শ্রেণি	৭৫০ টাকা	৬২০০০ জন
২.	মাধ্যমিক স্তর	৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি/সমমান শ্রেণি	৮০০ টাকা	২৬০০০ জন
৩.	উচ্চ মাধ্যমিক স্তর	একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি/সমমান শ্রেণি	৯০০ টাকা	৮০০০ জন
৪.	উচ্চতর স্তর	স্নাতক ও স্নাতকোত্তর/সমমান শ্রেণি	১৩০০ টাকা	৪০০০ জন

সারা দেশে বিগত ৫ বছরের প্রতিবন্ধী উপবৃত্তির বাজেট ও উপকারভোগীর সংখ্যা:

অর্থবছর	বাজেট (কোটি টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০১৮-১৯	৮০.৩৭	৯০০০০
২০১৯-২০	৯৫.৬৪	১০০০০০
২০২০-২১	৯৫.৬৪	১০০০০০
২০২১-২২	৯৫.৬৪	১০০০০০
২০২২-২৩	৯৫.৬৪	১০০০০০

সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/ নীতিমালা:

১। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৩

২। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

গোমস্তাপুর উপজেলার তথ্য:

অর্থ বছর	উপকারভোগীর সংখ্যা	সেবার বিবরণ
২০২২-২৩	৬০	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত লক্ষ্যভুক্ত শিক্ষার্থীদের মাসিক হারে প্রাথমিক স্তরে ৭৫০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৯০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১৩০০ টাকা শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান।

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ কর্মসূচী:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমঅধিকার, মানবসত্ত্বার মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা এবং তাদের কল্যাণ ও উন্নয়নে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রথম মেয়াদে(১৯৯৬-২০০১) প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ সংসদে পাশ করেন। তাছাড়া বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ **Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)**-এ ২০০৭ সালের ৯ মে স্বাক্ষর এবং ৩০ নভেম্বর অনুসমর্থন করে। বর্তমান সরকার তার দ্বিতীয় মেয়াদে(২০০৯-২০১৪) প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিল **UNCRPD** আলোকে ২০০১ সালে প্রণীত প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন যুগোপযোগী করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এবং ৩য় মেয়াদে(২০১৪-২০১৯) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পূরণে যে কোন কর্মসূচি গ্রহণ কিংবা রাষ্ট্রীয় সুবিধা প্রদান করতে হলে প্রয়োজন সঠিক তথ্যসম্বলিত সয়ংসম্পূর্ণ তথ্যভান্ডার।

প্রতিবন্ধিতা জীববৈচিত্রের একটি অংশ। সকল প্রতিবন্ধিতা দৃশ্যমান নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতা দীর্ঘস্থায়ীও নয়। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্থায়ী প্রতিবন্ধিতা দেখা যায়। এছাড়া প্রতিবন্ধিতার মাত্রাগত তারতম্যও বিদ্যমান। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিবন্ধীব্যক্তি রয়েছে । প্রতিবন্ধীব্যক্তিবর্গের মধ্যে বেশিরভাগই দারিদ্র্যের শিকার তথা নিম্নআয়ভুক্ত বলে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসন ও জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এখন সময়ের দাবী। দারিদ্র্য নিরসন ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন তাদের উপযোগী চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ। এ লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতার ধরন চিহ্নিতকরণ, মাত্রা নিরূপণ ও কারণ নির্দিষ্টপূর্বক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী'র সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের নিমিত্ত দেশব্যাপী 'প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়।

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

১. বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পরিবার/ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ।
২. দেশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ।
৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান।
৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ছবিসহ তথ্য সমবলিত Database প্রস্তুত করে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ব্যবহার উপযোগীকরণ।
৫. সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পে সঠিকভাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যভুক্ত করা এবং লক্ষ্যভুক্তির কৌশল সহজতর করা; এবং
৬. প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করা।

দেশব্যাপী প্রসারের পূর্বে পদ্ধতিগত কার্যকারিতা নির্ভুল করার লক্ষ্যে পাইলটভিত্তিতে এ জরিপ মে ২০১২ খ্রি. থেকে শুরু হয়। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে পাইলটভিত্তিতে গোপালগঞ্জ জেলা সকল উপজেলা(৫টি) এবং জামালপুর সদর, বরুড়া, কুমিল্লা, পবা, রাজশাহী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট, বরিশাল সদর, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ ও ফুলবাড়ি, দিনাজপুরসহ সর্বমোট ১২ টি উপজেলা ও দুইটি ইউসিডিতে জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাইলটভিত্তিতে জরিপ পরিচালিত উপজেলা ব্যতীত দেশের সকল এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১ জুন ২০১৩ খ্রি. থেকে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয় এবং ১৪ নভেম্বর

২০১৩ খ্রি. প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত ডাক্তার কর্তৃক জরিপের আওতাভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রা নিরূপণের কাজ শুরু হয়। বাদপড়া প্রতিবন্ধীব্যক্তিদেরকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জরিপভুক্তকরণসহ ডাক্তার কর্তৃক শনাক্ত করা হয়।
ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধীব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে তথ্যভান্ডার Disability Information System (www.dis.gov.bd) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ওয়েববেজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে উক্ত তথ্যভান্ডারে প্রতিবন্ধীব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ নিয়মিত ভাবে সন্নিবেশিত হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সাধারণ জনগণ ও প্রতিবন্ধীব্যক্তি যাতে এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করতে পারে সে লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০২১ অনুমোদন করেছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইন, বিধিমালা এবং নীতিমালার লিংক নিচে দেওয়া হলো:-

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ খ্রি.
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ খ্রি.
৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০২১ খ্রি.

সারা দেশে ডিআইএসকৃত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা:

লিঙ্গ	ডিআইএসকৃত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা	মোট
পুরুষ	১৬৪৯২০১	২৬৮৮৭০১
মহিলা	১০৩৬৭৪৮	
হিজড়া	২৭৫২	

গোমস্তাপুর উপজেলার তথ্য:

লিঙ্গ	ডিআইএসকৃত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা	মোট
পুরুষ	৩৭৯৩	৬৫৪৫
মহিলা	২৭৪৩	
হিজড়া	৯	

বি: দ্র: প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ কর্মসূচী একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিধায় অনলাইনে অথবা সরাসরি উপজেলা সমাজসেবা অফিসে যোগাযোগ করে প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে।

ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি

প্রতিবছর দেশে প্রায় ৩ লক্ষ লোক এ সমস্ত রোগে মৃত্যুবরণ করে এবং ৩ লক্ষাধিক লোক ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হার্ট ও থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অর্থের অভাবে এসব রোগে আক্রান্ত রোগীরা যেমনি ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়, তেমনি তার পরিবার চিকিৎসার ব্যয় বহন করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে এ সকল অসহায় ক্যান্সার, কিডনী এবং লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদেরকে এককালীন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করার লক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের জন্য এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে।

আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলীঃ

১. ক্যান্সার, কিডনী এবং লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হার্ট ও থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যয়িত হতে হবে;

২. সংশ্লিষ্ট রোগের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ও টেস্ট রিপোর্ট থাকতে হবে;
যেমন-ক্যান্সারের ক্ষেত্রে Biopsy বা অন্যান্য টেস্ট রিপোর্ট থাকতে হবে এবং কিডনী রোগের ক্ষেত্রে; Acute Renal Failure অথবা Chronic Renal Failure এ আক্রান্ত ডায়ালাইসিস সেবা নিচ্ছে এমন রোগীদেরকে বিবেচনা করতে হবে। তবে; যে সকল এলাকায় ডায়ালাইসিস সেবা নেয়ার সুযোগ নেই, সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক রোগের স্বপক্ষে প্রত্যয়ন গ্রহণ সাপেক্ষে এ সাহায্য প্রদান করা যাবে।
৩. জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম সনদ (১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি) থাকতে হবে;
৪. বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া:

১. উপপরিচালকগণ ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হার্ট ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের আলোকে একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করে জেলা কমিটিতে পেশ করবেন।
২. সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক তার জেলাধীন আবেদনকারী ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হার্ট ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তির চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্য সম্বলিত দুটি পৃথক তালিকা ও রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবেন।
৩. উক্ত তালিকা এবং প্রাপ্ত আবেদনসমূহ জেলা বাস্তবায়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং বাস্তবায়ন কমিটি আবেদনপত্রসমূহ যাচাই বাছাই করে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্য একটি তালিকা (আনুষংগিক কাগজপত্রসহ) অনুমোদনক্রমে চেক বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

নীতিমালা: ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৯ (সংশোধিত)

সারা দেশে কর্মসূচির সুবিধাভোগীর পরিসংখ্যান:

ক্রম	অর্থবছর	বরাদ্দকৃত অর্থ (কোটি টাকায়)	উপকৃতের সংখ্যা (জন)
০১	২০১৩-২০১৪	২.৮২৫	৫৬১
০২	২০১৪-২০১৫	১০	১৯৯২
০৩	২০১৫-২০১৬	২০	৩৯৮০
০৪	২০১৬-২০১৭	৩০	৫৯৫০
০৫	২০১৭-২০১৮	৫০	৯৯৪০
০৬	২০১৮-২০১৯	৭৫	১৪৯৪১
০৭	২০১৯-২০২০	১৫০	২৯৯১০
০৮	২০২০-২০২১	১৫০	৩০০০০

০৯	২০২১-২০২২	১৫০	৩০০০০

গোমস্তাপুর উপজেলার তথ্য:

ক্রম	অর্থবছর	বরাদ্দকৃত অর্থ	উপকৃতের সংখ্যা (জন)
০১	২০১৯-২০২০		
০২	২০২০-২০২১		
০৩	২০২১-২০২২		

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচী:

প্রাচীন কাল থেকেই মানব সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি চলে আসছে। উপমহাদেশেও এর ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের শোষন, বঞ্চনা এবং নদী ভাঙ্গন, দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি, অশিক্ষা ইত্যাদি কারণে ভিক্ষাবৃত্তির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। বর্তমান সময়ে কিছু মানুষের কর্ম বিমুখতা এবং একদল স্বার্থান্বেষী মহলের অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি স্বীকৃত কোন পেশা নয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থান থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তরণ ঘটেছে। ভিক্ষাবৃত্তির লজ্জা থেকে দেশকে মুক্ত করার সময় এসেছে।

দেশে দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ''ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান'' শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আগস্ট/২০১০ খ্রিঃ হতে কর্মসূচি'র কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১০ সাল হতে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হলেও তা তেমন ব্যাপকতা পায়নি। বর্তমান জনবান্ধব সরকার ভিক্ষাবৃত্তির মত সামাজিক ব্যধিকে চিরতরে নির্মূলের বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক। বিষয়টি বিবেচনায় এনেই ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রথম বারের মত দেশের ৫৮টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের নিমিত্তে অর্থ প্রেরণ করা হয়। শুরু হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ নিম্নরুপ-

অর্থ বছর	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকা)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
২০১০-১১	৩১৬.০০	১৮.২৪	--	জরিপ পরিচালনা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাতে অর্থ ব্যয় করা হয়
২০১১-১২	৬৭০.৫০	৪৮.৯৬	ময়মনসিংহ- ৩৭ জন জামালপুর -২৯ জন	--
২০১২-১৩	১০০০.০০	০৩.৬২	--	আনুষঙ্গিক খাতে অর্থ ব্যয় করা হয়
২০১৩-১৪	১০০.০০	--	--	কোন অর্থ ছাড় করা হয় নাই।
২০১৪-১৫	৫০.০০	০৭.০৯	--	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা শহরের রাস্তায় বসবাসকারী শীতার্থ ব্যক্তিদের সরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়া ও আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় করা হয়।

২০১৫-১৬	৫০.০০	৪৯.৯৭	উপকারভোগী- ২৫১ জন	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপপরিচালক সমাজসেবা অধিদফতর এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
২০১৬-১৭	৫০.০০	৪৯.৯৯৯৬	উপকারভোগী- ৪১০ জন	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভিক্ষুক পুনর্বাসন খাতে ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ অনুমোদন পাওয়া যায়। উক্ত অর্থ ০৯টি জেলায় ছাড় করা হয়েছে।
২০১৭-১৮	৩০০.০০	৩০০.০০	উপকারভোগী ২৭১০ জন	২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫৮টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও অন্যান্য ব্যয় খাতে অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে। ৩৬টি জেলায় ৪-৫ লক্ষ টাকা হারে, ১৬টি জেলায় ৫-৬ লক্ষ টাকা হারে এবং ৬টি জেলায় ৭-১০ লক্ষ টাকা হারে অর্থ প্রেরণ করা হয়।
২০১৮-১৯	৩০০.০০	৩০০.০০	উপকারভোগী ২৭১০ জন	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৮টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও অন্যান্য ব্যয় খাতে অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে।
২০১৯-২০	৩০৭.০০	৩০৭.০০	উপকারভোগী ২৭১০ জন	২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪১টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও অন্যান্য ব্যয় খাতে অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে।
২০২০-২১	৫০০.০০	৫০০.০০	উপকারভোগী ২৮৫০ জন	২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন জেলায় অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে।
২০২১-২২	২৬৮০.০০	২৬৭৯.৫০২৬	উপকারভোগী ৩০০০ জন	২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৭টি জেলায় অর্থ প্রেরণ এবং ১৬ টি সেমিপাকা আবাসিক ভবন নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় মালামাল ও প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদির জন্য ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।
২০২২-২৩	১২০০.০০	০.০০	সম্ভাব্য উপকারভোগী ৩০৫০ জন	২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্থ ছাড়করণ প্রক্রিয়াধীন আছে।
মোট	**৭৫২৩.৫০**	**৪২৬৪.৩৮**	**১৪৭০৭ জন**	

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দেশের ৫৮টি এবং পরবর্তীতে বাকী ৬টি মোট ৬৪টি জেলা হতে জেলা প্রশাসক ও উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এর যৌথ স্বাক্ষরিত চাহিদা পত্রে ২৫০০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের জন্য ৪৪৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। ৩৮টি জেলায় উক্ত অর্থ ভিক্ষুক পুনর্বাসনের নিমিত্তে জেলা প্রশাসক ও উপপরিচালক এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসেবে প্রেরণ করা হয়।

ঢাকা শহরের ভিক্ষুক মুক্ত এলাকা: ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি রোধের জন্য প্রাথমিকভাবে সিটি কর্পোরেশন শহরের কিছু এলাকা ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করেছে। এলাকাগুলো হচ্ছে- বিমান বন্দরে প্রবেশ পথের পূর্ব পাশের চৌরাস্তা, বিমান বন্দর পুলিশ ফাঁড়ি ও এর আশ-পাশ এলাকা, হোটেল রেডিসন সংলগ্ন এলাকা, ভি আই পি রোড, বেইলী রোড, হোটেল সোনারগাঁও ও হোটেল রূপসী বাংলা সংলগ্ন এলাকা, রবীন্দ্র সরণী এবং কূটনৈতিক জোন সমূহ। ঢাকা শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকাসমূহ ভিক্ষুকমুক্ত রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত মাইকিং, বিজ্ঞাপন, লিফলেট বিতরণ এবং বিভিন্ন স্থানে নষ্ট হয়ে যাওয়া প্লাগস্ট্যান্ড মেরামত/নতুন স্থাপন করার কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও ঢাকা শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আটককৃত ভিক্ষুকদের আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার নিমিত্তে ৫ টি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ফাঁকা জায়গায় অস্থায়ী ভিত্তিতে ১৬টি টিনসেড ডরমিটরি ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকাসমূহে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৩০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২৬০০ জন ভিক্ষুকে আটক করা হয়। আটককৃতদের রাখার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় ১৮০৫ জন কে (ভিক্ষাবৃত্তি

না করার শর্তে) মুক্তি দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ৭৯৫ জন কে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। ভিক্ষুক পুনর্বাসনের কাজটি পদ্ধতিগতভাবে করার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

গোমস্তাপুর উপজেলার তথ্য:

ক্রম	অর্থবছর	বরাদ্দকৃত অর্থ	উপকৃতের সংখ্যা (জন)
০১	২০১৯-২০২০		
০২	২০২০-২০২১		
০৩	২০২১-২০২২		

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কর্মসূচী:

সমাজসেবা অধিদফতর থেকে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ ও বিধি, ১৯৬২ এর আওতায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন প্রদান করা হয়ে থাকে। এ অধ্যাদেশে নিবন্ধন গ্রহণকারী সংস্থাগুলো ১৫টি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিবন্ধন নিয়ে থাকে। কার্যক্রমসমূহ হলো, শিশু কল্যাণ, যুব কল্যাণ, নারী কল্যাণ, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ হতে জনগণকে বিরত রাখা, সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কারামুক্ত কয়েদীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ, ভিক্ষুক ও দুস্থদের কল্যাণ, দরিদ্র রোগীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, বৃদ্ধ ও দৈহিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ, সমাজকল্যাণকার্যে প্রশিক্ষণ এবং সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধন।

সমাজসেবা অধিদফতর থেকে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ফাউন্ডেশন এবং এতিমখানার মত জনকল্যাণমুখী এজেন্সিসমূহ নিবন্ধন দেওয়া হয়। এ সকল সংস্থার নিবন্ধন ও পরিচালনার বিষয়ে সমাজসেবা অধিদফতর থেকে সময়োপযোগী নির্দেশনা ও পরিপত্র জারি করা হয়। সমাজসেবা অধিদফতরের ৬৪ জেলা থেকে এ পর্যন্ত ৬৯,৬৯৪ টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫১৯০ টি এতিমখানা রয়েছে। ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা ৪০৭৩ টি। স্বেচ্ছাসেবী এ সকল সংস্থা সরকারের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সরকার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজ বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো কখনই সরকারের প্রতিপক্ষ নয়, সরকার তাদের কাজে কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করছে না। সংস্থাগুলোকে সরকার তার কাজের অংশীদার মনে করে। যুদ্ধপরবর্তী দেশ গঠনে সংস্থাগুলো যথেষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতার এ দীর্ঘ সময়ে তাদের অর্জন অনেক। এ সকল সংস্থার মাধ্যমে Charity বা philanthrophy প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে organized social work গড়ে ওঠে। সমাজের অবহেলিত, দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে এগিয়ে নিতে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজকর্মের ভূমিকা অপরিসীম। একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণমূলক কর্মকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পেরেছে। বর্তমানে এ খাতে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী আত্মনিয়োগ করে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতর থেকে নিবন্ধিত এ সকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মধ্যে যে সকল সংস্থা নিষ্ক্রিয় ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থি কাজে লিপ্ত ছিল সে সকল সংস্থার শুনানি গ্রহণের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ১১,০১০ টি সংস্থা বিলুপ্ত করা হয়েছে। বিলুপ্ত থেকে সক্রিয়করণ করা হয়েছে এমন সংস্থার সংখ্যা= ৩৪টি। বিলুপ্তকৃত বাদে বর্তমানে বিদ্যমান সংস্থার সংখ্য ৬৪,৪৯৪ টি। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিধি, ১৯৬২ সংশোধনপূর্বক নিবন্ধন ফি ২,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ দেশে কর্মরত সংস্থাগুলো ভিন্ন ভিন্ন আইন দ্বারা ভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিবন্ধন গ্রহণ করে কাজ করছে। সমাজসেবা অধিদফতর ছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে মহিলা বিষয়ক অধিদফতর, সমবায় অধিদপ্তর, রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি সনদ প্রদান করে থাকে।

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ নিবন্ধন ও তত্ত্বাবধান

সমাজসেবা অধিদফতর হতে ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) ৪৬ নং অধ্যাদেশের আওতায় বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন প্রদান করা হয়ে থাকে। অধ্যাদেশে অনুযায়ী নিম্ন বর্ণিত ১৫টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতর হতে নিবন্ধন প্রদান করা হয়:

শিশু কল্যাণ;	যুব কল্যাণ;
নারী কল্যাণ;	শারীরিক ও মানসিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ;
পরিবার পরিকল্পনা;	কারামুক্ত কয়েদীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন;
নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে সামাজিক শিক্ষা, বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা;	সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হইতে জনগণকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে চিত্তবিনোদন কর্মসূচী;
কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ;	ভিক্ষুক ও দুঃস্থদের কল্যাণ;
সামাজিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ;	রোগীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন;
বৃদ্ধ ও দৈহিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ;	সমাজকল্যাণ কার্যে প্রশিক্ষণ;
সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধন।	

সেবা

- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনের নামকরণের ছাড়পত্র প্রদান;
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে আগ্রহী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/বেসরকারি এতিমখানা/ক্লাব/লাইব্রেরী/ ফাউন্ডেশনের নিবন্ধন প্রদান;
- নিবন্ধন প্রাপ্ত সংগঠনের গঠনতন্ত্র, কার্যকরী পরিষদ অনুমোদন;
- নিবন্ধন প্রাপ্ত সংগঠনের কার্যএলাকা একাধিক জেলায় সম্প্রসাণের অনুমোদন;
- নিবন্ধন প্রাপ্ত সংগঠনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নিবন্ধন প্রাপ্ত সংগঠসমূহের কার্যক্রম তদারকী;
- ডুপ্লিকেট সনদপত্র প্রদান

কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্টগণ

সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম শাখা এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করে থাকে। পরিচালক (কার্যক্রম) এর নেতৃত্বে অতিরিক্ত পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, সমাজসেবা অফিসার সদর দপ্তর পর্যায়ে এবং মাঠপর্যায়ে জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট। জেলা পর্যায়ের উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি এবং মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকেন। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও শহর সমাজসেবা অফিসারগণ সংস্থার কার্যক্রম তদারকি করেন।

সেবাদান কেন্দ্র

- নামের ছাড়পত্র, নিবন্ধন, কার্যকরী কমিটি অনুমোদন ইত্যাদি সেবার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয়;
- সংশ্লিষ্ট জেলার বাইরে কার্য এলাকা সম্প্রসারণের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়;
- অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং সদর কার্যালয়।

প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ডাউনলোড:

- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১;
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি ১৯৬২;

কার্যাবলি

- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনের নামকরণের ছাড়পত্র প্রদান;
- আবেদনপত্র গ্রহণ;
- উপযুক্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা;
- তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে আগ্রহী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/বেসরকারি এতিমখানা/ক্লাব/লাইব্রেরী/ফাউন্ডেশনের নিবন্ধন;
- নিবন্ধন প্রাপ্ত সংগঠনের গঠনতন্ত্র, কার্যকরী পরিষদ অনুমোদন;
- নিবন্ধন প্রাপ্ত সংগঠনের কার্যএলাকা একাধিক জেলায় সম্প্রসারণ;
- নিবন্ধন প্রাপ্ত সংগঠনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নিবন্ধন প্রাপ্ত সংগঠসমূহের কার্যক্রম তদারকী।

নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য করণীয়

- নামের ছাড়পত্র গ্রহণ;
- নির্ধারিত ফমর-বি তে আবেদন পত্র প্রদান (যা সংশিষ্ট জেলা হতে সংগ্রহ করা যাবে);
- আবেদনপত্রের সাথে ১-২৯৩১-০০০০- ১৮৩৬ খাতে ৫০০০/- টাকার ট্রেজারী চালান ও ৭৫০/- মূল্য সংযোজনে কর চালানের কপি সংযুক্তি;
- আবেদন পত্রের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দেয়া:
- সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি-প্রতিটি ২ কপি;
- প্রাথমিক সাধারণ সভায় নাম নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যবিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি-১ কপি;
- বাংলায় সংস্থার গঠণতন্ত্র (প্রতি পৃষ্ঠায় সভাপতি /সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর সম্বলিত)- ৫ কপি;
- গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিররণীর সত্যায়িত অনুলিপি-১ কপি;
- কার্যকরী পরিষদ গঠন সংক্রান্ত সভায় উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর যুক্ত নামের তালিকার সত্যায়িত অনুলিপি-১ কপি;
- বর্ণিত কার্যবিবরনীসমূহের কার্যবিবরণী খাতায় লিপিবদ্ধ করে সকল সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত কার্যবিবরণীর সত্যায়িত ফটোকপি-১ কপি;
- কার্যকরী পরিষদ সদস্যদের নাম, পদবী, পেশা, ঠিকানা (বর্তমান) ও নিজ স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা-১ কপি;
- কার্যকরী পরিষদ সদস্য তালিকার সাথে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধক্ষের সত্যায়িত ছবি- প্রতি জনের ১ কপি;
- সাধারণ সদস্যদের নাম, পিতা, মাতা, স্বামীর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নাম, পেশা, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং নিজ স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা-১ কপি
- একই পরিবার/পরস্পর আত্মীয়-স্বজন নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়নি মর্মে প্রত্যয়ন পত্র-১ কপি।
- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী (কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতিসহ) প্রতিটি ১ কপি;
- সংস্থার নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবের বিবরণ (ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র) ১ কপি;
- সংস্থার কার্যালয়ের নিজস্ব জমির দলিল/৩০০/- (তিনশত) টাকার ষ্টাম্পে অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি-১ কপি;
- সংস্থার আসবাবপত্রের বিবরণী -১ কপি;
- সংস্থার সাধারণ সভায় অনুমোদিত সম্ভাব্য বাজেট (আয়-ব্যয়ের)-১ কপি;
- স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর সুপারিশ পত্র-১ কপি;
- সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সংস্থার সদস্যদের স্বাক্ষর সঠিক মর্মে অঙ্গিকার নামা-১ কপি;
- সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সমাজসেবা অধিদফতর ছাড়া কোন সংস্থার নিবন্ধন গ্রহণ করলে বা কোন বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করার সাথে সাথে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে মর্মে অঙ্গিকার নামা-১ কপি।

নিবন্ধন প্রাপ্ত সংস্থাসমূহের করণীয়

- প্রত্যেক সাধারণ সদস্যের পাসপোর্ট আকারের ছবি সদস্য ভর্তি ফরমে সংস্থার কার্যালয়ের নথিতে সংরক্ষণ, যাতে তদন্তকালীন সময়ে তদন্ত কর্মকর্তাকে প্রদর্শন করা যায়।
- প্রত্যেক রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত প্রকারে পরীক্ষিত হিসাব রাখা;
- নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট সংস্থার সাধারণ ব্যবস্থাপনা, আলোচ্য বছরে সম্পাদিত সেবা কার্যাবলীর প্রকৃতি ও ব্যাপকতার বিস্তারিত বিবরণ;
- উহার সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও পরবর্তী বৎসরের কর্মসূচী সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাব দাখিল এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য তা প্রকাশ;
- নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ব্যাংক বা ব্যাংকসমুহে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক সমুদয় অর্থ পৃথকভাবে সংস্থার নিজ নামে জমা রাখা;
- আইন অনুযায়ী নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ অথবা তৎকর্তৃক এতদসম্পর্কে যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন অফিসার সঙ্গত যে কোন সময়ে সংস্থার হিসাব-নিকাশের বই ও অন্যান্য নথিপত্র, সংস্থার ঋণপত্রসমুহ, নগদ টাকা সহ অন্যান্য সম্পত্তি এবং তৎসংক্রান্ত সকল দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা করতে পারেন বলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করা;
- সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন করা হলে সাত দিনের মধ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ।

অনিয়মের জন্য কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ

- নিবন্ধনপ্রাপ্ত কোন সংস্থা তার তহবিলের সম্পর্কে কোন অনিয়মানুবর্তিতা বা তার কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন কুশাসনের জন্য দায়ী অথবা অধ্যাদেশের বিধানাবলী বা তদধীনে প্রণীত বিধিসমুহ পালনে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ লিখিত আদেশ বলে পরিচালকমন্ডলীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করবে;
- পরিচালকমন্ডলীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলে, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ একজন প্রশাসক অথবা অনধিক পাঁচ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি তত্ত্বাবধায়কমন্ডলী নিয়োগ করবে।
- প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়কমন্ডলীর সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলীর সমুদয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে;
- নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাময়িক বরখাস্তের আদেশ সরকার কর্তৃক পাঁচ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্ষদের নিকট পেশ করবে। পর্ষদ পরিচালকমন্ডলীকে পুনর্বহাল অথবা উহার বিলুপ্তি এবং পুনর্গঠন সম্পর্কে আদেশ দান করিতে পারিবে।
- নিবন্ধন প্রাপ্ত কোন সংস্থা তার গঠনতন্ত্রের প্রতিকূল অথবা অধ্যাদেশের বিধানাবলী বা তদধীন প্রণীত বিধিসমূহের পরিপন্থী, অথবা জনগণের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নিজ বিবেচনায় সংগত শুনানীর সুযোগ দান করে, সরকারের নিকট একটি রিপোর্ট দান করবে।
- উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করে সরকার সংস্থাটি বিলুপ্ত করতে পারবে।

সারা বাংলাদেশে তথ্য:

৬৪ জেলায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা	এতিমখানার সংখ্যা
৬৪,৪৯৪ টি	৫,১৯০ টি

গোমস্তাপুর উপজেলার তথ্য:

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা	এতিমখানার সংখ্যা
৬৫ টি	০৩ টি

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের মাঝে অনুদান বিতরণ:

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ ও জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সুপারিশক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতি বছর অনুদানের অর্থ বরাদ্দ প্রদান করে থাকে।

গোমস্তাপুর উপজেলার তথ্য:

অর্থ বছর	অনুদান প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ	মন্তব্য
২০১৯-২০			
২০২০-২১			

২০২১-২২			

রোগী কল্যাণ সংক্রান্ত কর্মসূচী

পটভূমি :

রোগ মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে অসহায় করে তোলে। দূর্দশাগ্রস্ত দরিদ্র রোগীদের জন্য অসুস্থতা আরও বেশি পীড়াদায়ক। রোগগ্রস্ত মানুষকে তাদের মৌলিক অধিকার চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য হাসপাতাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা অপরিসীম। সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে 'হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম' একটি দৈনন্দিন সেবাধর্মী গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, যা দরিদ্র, দুস্থ, অসহায় ও আর্ত-পীড়িতদের সেবার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় রোগীদের মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অসুস্থতা বিষয়ক বিভিন্ন সহায়তার মাধ্যমে রোগীর মানসিক শক্তি বৃদ্ধি, চিকিৎসার ব্যয় বহন, চিকিৎসককে রোগীর রোগ ও রোগের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান এবং চিকিৎসা শেষে তার পুনর্বাসনের জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এর উদ্যোগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২ (দুই) জন চিকিৎসা সমাজকর্মী নিয়োগ করা হয়। এ কর্মসূচি বিশেষ ফলপ্রসূ হওয়ায় ১৯৬১ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হবার পর চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকাস্থ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বক্ষব্যাধি হাসপাতালে এ প্রকল্প সম্প্রসারণ করা হয়। এভাবে মোট ৩৮ জন চিকিৎসা সমাজকর্মী নিযুক্ত হন। অতঃপর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশের ১২টি হাসপাতালে ১২টি ইউনিট এবং পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে ঢাকা মহানগরীতে ২টি, খুলনা শহরে ১টি ও নতুন জেলা সদরে ৩৩টি সর্বমোট ৩৬টি হাসপাতালে উন্নয়ন খাতে ৩৬টি ইউনিট চালু করা হয়। কার্যক্রম ফলপ্রসূ হওয়ায় ১৯৯৪ সালে আরও ৮টি হাসপাতালে ইউনিট চালু করা হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪টি জেলায় জেলা পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ১০৮ টি ইউনিট এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪২০ টি উপজেলা হেল্থ কমপ্লেক্সে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যার মোট সংখ্যা-৫২৮টি। এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরাধীন প্রতিটি হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর আওতায় নিবন্ধিত 'রোগীকল্যাণ সমিতি' রয়েছে।

হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- রোগীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের (Rapport building) মাধ্যমে রোগের ইতিহাস জানা এবং কাউন্সেলিং (Counseling) ও প্রেষণার (Motivation) মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ ও রোগ নিরাময়ে সক্ষম করে তোলা;
- দরিদ্র ও চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে অক্ষম রোগীকে ঔষধ, পথ্য, রক্ত, চিকিৎসা সহায়ক উপকরণ, যাতায়াত ভাড়া, লাশ পরিবহন ও মৃতের সৎকার এবং রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষার খরচ ইত্যাদি খাতে সহায়তা দিয়ে পরিপূর্ণ সুস্থতার পথ সুগম করা;
- হাসপাতালে পরিত্যক্ত ও অসহায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে যথাক্রমে শিশু আইন, ২০১৩, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ এবং বিদ্যমান অন্যান্য আইন অনুসারে সামাজিকভাবে পুনর্বাসন;
- হাসপাতাল থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কর্মক্ষম, সহায় সম্বলহীন ব্যক্তিকে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা;
- বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা এবং প্রতিবন্ধী রোগীকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সেবা দান ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সহায়তা দানের মাধ্যমে অধিকার নিশ্চিত করা;
- ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়াসহ জটিল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে সেবা দান ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
- পরিবার-পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সব ধরনের সংক্রামক ও জটিল রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি;
- ক্ষেত্রমত, রোগীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ এবং রোগীর গৃহ পরিদর্শনসহ পারিবারিক সমস্যা নিরসন, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়ীকরণ, পরিবার তথা সমাজে পুনঃএকীকরণে সহায়তা দান;

প্রদেয় সেবাসমূহ:

i. **মানসিক সেবা:**

- অপারেশন ও অপারেশন পরবর্তী স্ট্রেস ডিসওর্ডার এবং দূরারোগ্য রোগের ক্ষেত্রে রোগীর মনোবল বৃদ্ধি ও সাহস যোগানো;
- হাসপাতালে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে আগত নির্যাতিত নারী ও শিশুদের মনোবল বৃদ্ধিতে এবং হাসপাতালে আগত অন্যান্য সেবাগ্রহীতাকে মোটিভেশন ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান ; এবং
- মানসিক ও মাদকাসক্ত রোগীদের মানসিক উন্নয়নে সহায়তার পাশাপাশি অভিভাবকদের মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণ ও পরামর্শ প্রদান।

i. **সামাজিক সেবা :**

- হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা প্রাপ্তিতে সহায়তা;
- সমাজসেবা অধিদফতরাধীন বিভিন্ন চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়া ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীকে সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জটিল রোগসমূহ যেমন-ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, যক্ষ্মা, এইডস ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরে সহযোগিতা প্রদান;
- অজ্ঞাত রোগীর ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রয়োজনে রোগীর গৃহ পরিদর্শন, ফলোআপ ও পরিবারবর্গের সাথে যোগাযোগ;
- শিশু, প্রতিবন্ধী, হিজড়া ব্যক্তি ও প্রবীণদের চিকিৎসা সেবায় অগ্রাধিকার প্রদান;
- আশ্রয়হীন, ঠিকানাবিহীন ও পরিত্যক্ত শিশু অথবা ব্যক্তির চিকিৎসাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পরিবার-পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে নিয়মিত ইনডোর ও আউটডোর রোগীদের কাউন্সেলিং ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সেবাদান;
- ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন এবং প্রচারণামূলক লিফলেট, ব্রুসিয়ার ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- ক্ষেত্রমত, রোগীদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ, যেমন: টিভি, দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদির কর্ণার, শিশু খেলাঘর ইত্যাদি স্থাপন।

i. **আর্থিক সেবা :**

হাসপাতালের বহিঃ ও অন্তঃবিভাগে চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারী অসহায়, দুস্থ ও দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বস্ত্র, পথ্য, রক্ত, লাশ পরিবহন, মৃতের সৎকার, যাতায়াত ভাড়া, কৃত্রিম অঙ্গ, চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রী এবং অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদান। ক্ষেত্রমত, রোগীর সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ফ্রি চিকিৎসা গ্রহণের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ।

রোগীকল্যাণ সমিতির আয়ের উৎস :

- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ও অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত সরকারি অনুদান;
- সাধারণ ও আজীবন সদস্য চাঁদা;
- দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাকাত, দান, অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত নগদ অর্থ;
- দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত চিকিৎসা সহায়ক দ্রব্যসামগ্রী;
- বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত নগদ অর্থ ইত্যাদি।

সেবাগ্রহিতা:

i. হাসপাতালে আগত দরিদ্র, অসহায় ও দুঃস্থ রোগী।

সেবাদানকারী হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ:

- জেলা সদরে অবস্থিত ৫৮ টি সরকারি জেনারেল/সদর হাসপাতাল;
- ২১ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল;
- ২৬ টি বিশেষায়িত হাসপাতাল;
- উপজেলা পর্যায়ে ৪২০ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে অবস্থিত রোগীকল্যাণ সমিতি;

উল্লেখ্য যে, রাজস্ব খাতে পরিচালিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৯৪ টি।

সেবা প্রদানের সময়সীমা:

- রোগী চিহ্নিত হওয়া বা রোগী আবেদন করার পর তাৎক্ষনিকভাবে;

প্রয়োজনীয় ফি/ট্যাক্স/ আনুসংঙ্গিক খরচ

- বিনামূল্যে;

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা :

- সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসার, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার;
- রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি/ হাসপাতাল প্রধান;

ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানা তত্ত্বাবধান

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের জনগণ অবহেলিত দুঃস্থ এতিম শিশুদের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের সকল ধর্মীয় জনগনেরই এতিম শিশুদের লালনপালনের জন্য বেসরকারিভাবে এতিমখানা পরিচালনা করে আসছে। বেসরকারি এসকল এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমাজসেবা অধিদফতর হতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। বেসরকারিভাবে এতিমখানাসমূহ প্রথমতঃ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ অনুযায়ী নিবন্ধন প্রদান এবং পরবর্তীতে নিবন্ধন প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানাসমূহের শিশুদের প্রতিপালন, চিকিৎসা এবং শিক্ষা প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয় যা ক্যাপিটেশন গ্রান্ট নামে পরিচিত। বর্তমানে ৪ হাজার ১২ টি বেসরকারী এতিমখানার ১ লক্ষ ৬ হাজার এতিম শিশুকে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র এতিম শিশুদের মানবসম্পদে পরিনত করাই ক্যাপিটেশন গ্রান্টের প্রধান উদ্দেশ্য।

বর্তমান সরকারের আমলে “বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বরাদ্দ ও বণ্টন নীতিমালা ২০১৫” প্রণয়ন করা হয়। ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদানে আর্থিক শৃঙ্খলা সুসংহত করা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং অধিদফতর পর্যায়ে নিবিড় তদারকি এবং মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। আশা করা যায়, এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের এতিম শিশুদের প্রতিপালনে বেসরকারি পর্যায়ে উৎসাহব্যাঞ্জক সাড়া সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানার উন্মুক্ত স্থানে নাম ফলক লাগানো হয়েছে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সমমান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের নিবাসিদের দ্বারা জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন বাধ্যতামূল করা হয়েছে। বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বরাদ্দ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্টগণ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম শাখা বেসরকারি এতিমখানা নিবন্ধন এবং প্রতিষ্ঠান শাখা ক্যাপিটেশন গ্রান্ট পরিচালনা করে। পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) এর নেতৃত্বে অতিরিক্ত পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, সমাজসেবা অফিসার সদর দপ্তর পর্যায়ে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট। জেলা পর্যায়ের উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, রেজিস্ট্রেশন অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এবং শহর সমাজসেবা অফিসার মাঠ পর্যায়ের বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্রান্ট কার্যক্রম তদারকি এবং মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকেন।

সেবা

১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এতিম শিশুদের প্রতিপালনের জন্য বেসরকারি এতিমখানায় আর্থিক অনুদান প্রদান;
স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-যত্নের সাথে লালন পালন নিশ্চিতকরণ;
আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণ;
শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন নিশ্চিতকরণ;
শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা প্রদান;
পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

অর্থবছরভিত্তিক ক্যাপিটেশন গ্রান্ট এর হিসাব

দেশের অসহায় এতিম শিশুদের কল্যাণে সরকারি উদ্যোগে বেসরকারি এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আনুমানিক ৬০ (ষাট) দশকের গোড়ার দিকে নিবাসি প্রতি মাথাপিছু মাসিক ৩৬০/- টাকা হারে অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট) প্রদান করে আসছে। সমাজসেবা অধিদফতর র্কতৃক নিবন্ধকৃত বেসরকারি এতিমখানার নীতিমালার ৭.১২ এর আলোকে নূন্যতম ১০ (দশ) জন এতিম অবস্থান করে এই রকম প্রতিষ্ঠানকে র্সবোচ্চ ৫০% এতিমের জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট দেওয়ার সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। ২০১৯-২০২০ র্অথ বছর হতে নিবাসিদের মাথাপিছু মাসিক ২,০০০/- টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়া হয়, যার বিভাজন: খাদ্য বাবদ ১৬০০/-, পোষাক বাবদ ২০০/- এবং চিকিসা ও অন্যান্য বাবদ ২০০/- টাকা।

সেবা গ্রহীতা
বেসরকারি এতিমখানার ৬-১৮ বছর বয়সী এতিম অর্থ্যাৎ পিতৃহীন বা পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র শিশুর শতকরা ৫০ ভাগ ।

সেবাদান কেন্দ্র
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও শহর সমাজসেবা কার্যালয় এবং
দেশব্যাপি ৪ হাজার ১২টি বেসরকারি এতিমখানা।

আইনগত ভিত্তি
শিশু আইন ২০১৩
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি ১৯৬২
এতিম ও বিধবা সদন আইন ১৯৪৪
বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট বরাদ্দ ও বন্টন নীতিমালা ২০০৯
বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট বরাদ্দ ও বণ্টন নীতিমালা ২০১৫

সেবা প্রদান পদ্ধতি (সংক্ষেপে)

বেসরকারি এতিমখানাটিকে সমাজসেবা অধিদফতরের নিবন্ধিত হতে হবে এবং এতিমখানাটিতে ন্যূনতম ১০ জন ৬-১৮ বছরের এতিম নিবাসী থাকতে হবে। ১০০% নিবাসী প্রাথমিক / মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত সাপেক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ শিশু এ সেবার আওতায় আসবে।

নির্ধারিত ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর ৩১ জুলাই এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয়ে আবেদন দাখিল করতে হয় । ১০ আগষ্টের এর মধ্যে উপজেলা অফিস হতে জেলায় এবং ২৫ আগস্ট এর মধ্যে জেলা কার্যালয় হতে অধিদফতরে বেসরকারি এতিমখানার তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হয়। অতঃপর অধিদফতর হতে ১৫ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হয় । সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই পূর্বক মনোনিত বেসরকারি এতিমখানার বিপরীতে বরাদ্দপত্র অধিদফতর বরাবর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। অধিদফতর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দপত্র প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট অফিসারের নিকট বিল দাখিল করলে যাচাই বাছাইপূর্বক উক্ত বিল পাশ করে তা উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার কর্তৃত বিল পাশ করে উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের দাপ্তরিক হিসেবে জমা হয়। পরবর্তীতে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার সংশ্লিষ্ট এতিমখানার সভাপতি/ সম্পাদকের অনুকূলে ক্রস চেকের মাধ্যমে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট হস্তান্তর করেন।

কার্যাবলি

এতিমখানা তৈরী ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ অনুযায়ী নিবন্ধন;
নির্ধারতি ফরমে উপজেলা সমাজসেবা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে অবেদন;
সিভিল সার্জন বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে আবেদকারী এতিম শিশুর বয়স ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা যাচাই;
ভর্তি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন;
বিনামূল্যে এতিম শিশু ভর্তি;
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্তির জন্য আবেদন;
সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তার কর্তৃক এতিমখানা জরিপ, প্রতিবেদন পরিদর্শন ও সুপারিশসহ জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রেরণ;
উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবার সুপারিশসহ অধিদফতরে প্রেরণ;
অধিদফতর হতে মন্ত্রণালয়ের ক্যাপিটেশন গ্রান্ট বরাদ্দ কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;
ক্যাপিটেশন গ্রান্ট বরাদ্দ কমিটির কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান/ আবেদন খারিজ/ পূর্বতন বরাদ্দ পরিবর্তন/ পরিবর্ধন;
এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে পুনর্বাসন।

গোমস্তাপুর উপজেলায়

ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমখানার নাম	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমের সংখ্যা	মোট ক্যাপিটেশন গ্রান্টের পরিমাণ	মন্তব্য
এইউ শিশু সদন, গোমস্তাপুর			
চৌডালা এতিমখানা, বেলালবাজার, চৌডালা			
রাঙ্গামাটিয়া ক্যাথলিক মিশন			
সর্বমোট			

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ কর্মসূচী:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমঅধিকার, মানবসত্ত্বার মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা এবং তাদের কল্যাণ ও উন্নয়নে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রথম মেয়াদে(১৯৯৬-২০০১) প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ সংসদে পাশ করেন। তাছাড়া বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ **Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)**-এ ২০০৭ সালের ৯ মে স্বাক্ষর এবং ৩০ নভেম্বর অনুসমর্থন করে। বর্তমান সরকার তার দ্বিতীয় মেয়াদে(২০০৯-২০১৪) প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিল **UNCRPD** আলোকে ২০০১ সালে প্রণীত প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন যুগোপযোগী করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এবং ৩য় মেয়াদে(২০১৪-২০১৯) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পূরণে যে কোন কর্মসূচি গ্রহণ কিংবা রাষ্ট্রীয় সুবিধা প্রদান করতে হলে প্রয়োজন সঠিক তথ্যসম্বলিত সয়ংসম্পূর্ণ তথ্যভান্ডার।

প্রতিবন্ধিতা জীববৈচিত্রের একটি অংশ। সকল প্রতিবন্ধিতা দৃশ্যমান নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতা দীর্ঘস্থায়ীও নয়। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্থায়ী প্রতিবন্ধিতা দেখা যায়। এছাড়া প্রতিবন্ধিতার মাত্রাগত তারতম্যও বিদ্যমান। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিবন্ধীব্যক্তি রয়েছে । প্রতিবন্ধীব্যক্তিবর্গের মধ্যে বেশিরভাগই দারিদ্র্যের শিকার তথা নিম্নআয়ভুক্ত বলে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসন ও জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এখন সময়ের দাবী। দারিদ্র্য নিরসন ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন তাদের উপযোগী চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ। এ লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতার ধরন চিহ্নিতকরণ, মাত্রা নিরূপণ ও কারণ নির্দিষ্টপূর্বক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী'র সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের নিমিত্ত দেশব্যাপী 'প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়।

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

১. বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পরিবার/ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ।
২. দেশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ।
৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান।
৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ছবিসহ তথ্য সমবলিত Database প্রস্তুত করে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ব্যবহার উপযোগীকরণ।
৫. সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পে সঠিকভাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যভুক্ত করা এবং লক্ষ্যভুক্তির কৌশল সহজতর করা; এবং
৬. প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করা।

দেশব্যাপী প্রসারের পূর্বে পদ্ধতিগত কার্যকারিতা নির্ভুল করার লক্ষ্যে পাইলটভিত্তিতে এ জরিপ মে ২০১২ খ্রি. থেকে শুরু হয়। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে পাইলটভিত্তিতে গোপালগঞ্জ জেলা সকল উপজেলা(৫টি) এবং জামালপুর সদর, বরুড়া, কুমিল্লা, পবা, রাজশাহী, মোড়েলগঞ্জ,বাগেরহাট, বরিশাল সদর, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ ও ফুলবাড়ি, দিনাজপুরসহ সর্বমোট ১২ টি উপজেলা ও দুইটি ইউসিডিতে জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাইলটভিত্তিতে জরিপ পরিচালিত উপজেলা ব্যতীত দেশের সকল এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১ জুন ২০১৩ খ্রি. থেকে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয় এবং ১৪ নভেম্বর ২০১৩ খ্রি. প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত ডাক্তার কর্তৃক জরিপের আওতাভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রা নিরূপণের কাজ শুরু হয়। বাদপড়া প্রতিবন্ধীব্যক্তিদেরকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জরিপভুক্তকরণসহ ডাক্তার কর্তৃক শনাক্ত করা হয়।
ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধীব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে তথ্যভান্ডার Disability Information System (www.dis.gov.bd) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ওয়েববেজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে উক্ত তথ্যভান্ডারে প্রতিবন্ধীব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ নিয়মিত ভাবে সন্নিবেশিত হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সাধারণ জনগণ ও প্রতিবন্ধীব্যক্তি যাতে এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করতে পারে সে লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০২১ অনুমোদন করেছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রনীত আইন, বিধিমালা এবং নীতিমালা:-

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ খ্রি.
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ খ্রি.
৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০২১ খ্রি.

*গোমস্তাপুর উপজেলায় ১৮নভেম্বর ২০২২ পযন্ত মোট ৬৫৪৩ জন প্রতিবন্ধীকে সনাক্ত করে ডিআইএসে এন্ট্রি ও অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সুবর্ণ নাগরিক কার্ড বিতরণ ও নতুন ভাবে জরিপ কর্মসূচী পৌরসভা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক চলমান রয়েছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প দেশব্যাপী প্রান্তিক পেশাজীবীগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা নিরূপণ ও তাদের তথ্য সম্বলিত অনলাইন ডাটাবেজ প্রণয়নের মাধ্যমে পেশার টেকসই উন্নয়নে সফটস্কিলস/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। মাঠ পর্যায়ের এ পেশাজীবীদের উৎপাদিত পণ্যবাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ঢাকায় ১ টি বিপনন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর

উপার্জন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরিতে প্রশিক্ষনোত্তর নগদ অর্থ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রান্তিক পেশাজীবীগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদফতর এর এই প্রকল্পটি। প্রশিক্ষণ ও অনুদান (নগদ সহায়তা) প্রাপ্তদের ব্যবসা প্রসারে সহায়তা এবং গুগল ম্যাপিং এর মাধ্যমে মনিটরিং প্রকল্পের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করছে। এই প্রকল্পের আওতায় দুই ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ঃ ১। সফটস্কিলস (উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ) ২। এপ্রেন্টেসসীপ প্রশিক্ষণ। প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ২৬৩৪৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ইতোমধ্যে জুন ২০২২ পর্যন্ত ২৭ টি জেলার ১১৭ টি উপজেলা/পৌরসভা ২৬৩৪৩ জনের প্রশিক্ষণ ও অনুদান বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
*গোমস্তাপুর উপজেলায় জরিপ সম্পন্ন হযেছে। জরিপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা ৯৭৫ । বরাদ্দ পেলে প্রশিক্ষণ শুরু করা হবে।

প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস

পটভূমি

সাধারণত অপরাধ বলতে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় কাজকে বোঝায়। অর্থাৎ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও বলবৎকৃত আইনের পরিপন্থী এবং দন্ডনীয় যে কোন কাজই অপরাধ। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। কখনও মন্দ পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অসৎ সঙ্গের প্রভাবে, কখনও অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে, আবার কখনও সজ্ঞানে অপরাধের সাথে মানুষ জড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি সভ্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শাস্তি অপরাধ প্রতিরোধে সহায়ক না হয়ে অপরাধ বিস্তারে সহায়ক হয়। অপরাধের দায়ে কোন অপরাধীকে যখন কোন কারাগারে প্রেরণ করা হয়, কারাগারে থাকাকালীন সময়ে সে অন্যান্য দাগী অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে মারাত্মক ধরনের অপরাধের অভিজ্ঞতা ও ক্ষতিকর কুশিক্ষা লাভ করে থাকে। অপরাধ বিশেষজ্ঞ ও আধুনিক চিন্তাবিদগণ অপরাধ সংশোধনের ক্ষেত্রে একজন অপরাধীর শাস্তিদান ব্যবস্থার পরিবর্তে সংশোধনমূলক সংশোধন অর্থাৎ শাস্তির পরিবর্তে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে তার নিজ পরিবেশে অর্থাৎ সমাজে রেখেই সংশোধন ও পুনবার্সনমূলক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন। ১৯৬০ সালে “দ্য প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স” জারীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম শুরু হয়।

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ‘প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম’ অন্যতম। ১৯৬০ সালে ‘প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স’ জারী এবং ১৯৬২ সালে ২য় পাঁচশালা পরিকল্পনাধীন সংশোধনমূলক এ কার্যক্রম চালু হয় এবং ২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। যথা- (১) প্রবেশন অব অফেন্ডার্স প্রকল্প এবং (২) আফটার কেয়ার সার্ভিসেস। বর্তমানে ৬টি সিএমএমকোর্টসহ ৬৪টি জেলায় সর্বমোট ৭০টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০ (সংশোধিত ১৯৬৪) ছাড়াও বর্তমানে শিশু আইন, ২০১৩ এবং কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলাপর্যায়ে ৭০ জন প্রবেশন অফিসার ছাড়াও সকল উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এবং বিভাগীয় জেলার শহর সমাজসেবা অফিসারগণ প্রবেশন অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রবেশন

কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তি এবং আইনের সাথে সংঘর্ষে আসা কোন শিশুকে কারাগারে না রেখে বিজ্ঞ আদালতের আদেশে শর্ত সাপেক্ষে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে তার পরিবার ও সামাজিক পরিবেশে রেখে কৃত অপরাধের সংশোধন ও তাকে সামাজিকভাবে একীভূতকরণের সুযোগ দেয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে ‘প্রবেশন’। এটি একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক সংশোধনীমূলক কার্যক্রম। এটি অপরাধীর বিশৃঙ্খল ও বেআইনি আচরণ সংশোধনের জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি। এখানে অপরাধীকে পুনঃঅপরাধ রোধ ও একজন আইন মান্যকারী নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য সহায়তা করা হয়।

‘প্রবেশন আদেশ’ বলতে প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিনেন্স, ১৯৬০ এর ধারা ৫ অথবা শিশু আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৪ উপধারা (৬) এর অধীন কোনো ‘প্রবেশন আদেশ’কে বোঝাবে। বিজ্ঞ আদালত অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধীর চরিত্র, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা এবং অপরাধ সংঘটনে তার সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করে প্রবেশন আদেশ প্রদান করে থাকেন।

প্রবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রবেশনারকে আত্মসুদ্ধি করতে সুযোগ দেওয়া ও সাহায্য করা ;

সামাজিক ও মনস্তাত্বিক চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থাৎ অপরাধের মূল কারণসমূহ নির্ণয়পূর্বক প্রবেশনারের সংশোধনের ব্যবস্থা করা;
চারিত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে পুনঃঅপরাধ রোধ করতে সহায়তা করা;
প্রবেশনারকে শৃঙ্খল জীবনযাপনে সহায়তা করা;
একজন আইনমান্যকারী নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করা;
প্রবেশনারের পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মন হতে বিরুপ মনোভাব দূর করে প্রবেশনারের প্রতি সমানুভূতিশীল করে তোলা;
সমাজে উৎপাদনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দান করা;
মোটিভেশন, কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে অপরাধ সম্পর্কে প্রবেশনারকে সচেতন করে তাকে অপরাধ হতে দূরে রাখা;
সামান্যতম ভুলের জন্য অপরাধীকে 'দাগী আসামী' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার হাত হতে রক্ষা করা;
সংশোধনের পর প্রবেশনারকে সমাজে পুনঃএকীকরণ;
সমাজে অপরাধের সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়ে আনা;

কিভাবে প্রবেশনের সুযোগ পাওয়া যায়

প্রবেশন মঞ্জুর করা মূলতঃ বিজ্ঞ আদালতের একটি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে একজন অপরাধীর প্রবেশন মঞ্জুর করা হয়:

বিজ্ঞ আদালতে বিচার কার্যের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন বা আইনের দৃষ্টিতে দোষী সাব্যস্থ হওয়া বা দোষ স্বীকার করার পর বিজ্ঞ আদালতের কাছে প্রবেশনের সুযোগ পাওয়ার জন্য গোচরীভূত করা যায়।
আদালত যদি উপযুক্ত মনে করেন যে, আইনের অধীনে প্রবেশন আদেশের শর্তাবলী পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে অপরাধী তার সংশোধন ও পুনর্বাসনে উপকৃত হতে পারে, তখন আদালতে নিয়োজিত প্রবেশন অফিসারকে অপরাধীর বয়স, চরিত্র, বংশ পরিচয়, পারিবারিক পারিপার্শ্বিক তথ্যাদি বা অবস্থাদি তদন্ত করে একটি প্রাক দন্ডাদেশ প্রতিবেদন আদালতের নিকট দাখিল করার অনুরোধ করেন।
তদন্তে প্রবেশন অফিসার যদি বুঝতে পারেন যে, অপরাধীর প্রবেশনের বা সমাজভিত্তিক সংশোধনের সুযোগ রয়েছে তা হলে তিনি প্রবেশনের সুপারিশ করেন।
উক্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর তা পর্যালোচনা করে যদি বিজ্ঞ আদালতের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধীকে যদি প্রবেশন বা সমাজভিত্তিক সংশোধনের সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে অপরাধী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে সেক্ষেত্রে আদালত প্রবেশন মঞ্জুর করতে পারেন;
বিজ্ঞ আদালত মামলার কাগজপত্র ও সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে স্ব-উদ্যোগেও প্রবেশন মঞ্জুর করতে পারেন।

আফটার কেয়ার সার্ভিস

কারাগার থেকে মুক্ত ব্যক্তি, প্রবেশনে মুক্তি ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের সমাজে পুনঃএকীকরণের লক্ষ্যে 'অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি'র মাধ্যমে আফটার কেয়ার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদেয় সেবা

কারাগার অভ্যন্তরে কয়েদীদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;
কারাগার অভ্যন্তরে কয়েদীদের জন্য কুটির শিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
কাউন্সেলিং ও মোটিভেশনাল বৈঠক আয়োজন করা;
কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;
প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন প্রকার কাজে নিয়োজিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ;
কয়েদীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা;

প্রয়োজনবোধে কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এককালীন আর্থিক ঋণ দিয়ে তাদের স্থায়ী আয়ের পথ প্রশস্ত করে দেয়া ;
কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদফতরের বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা;
অপরাধীদের কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ বা অফিসের মধ্যে সংযোগ সাধন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন যে সকল অপরাধী আদালতে জামিন লাভ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে প্রয়োজনবোধে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা;

আফটার কেয়ার সার্ভিসের উদ্দেশ্য

কারাগার অভ্যন্তরে বয়স্ক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে অপরাধের কুফল সম্পর্কে সচেতন ও অপরাধবিমুখ করা;
খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করা;
কাউন্সেলিং ও মোটিভেশনের মাধ্যমে অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধ করা;
প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা;
এককালীন আর্থিক ঋণ কিংবা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন;
সমাজে পুনঃএকীকরণ।

শিশু আইন ২০১৩ এর আলোকে প্রদেয় সেবা

আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুদের জন্য থানা কিংবা শিশু আদালত থেকে অনানুষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসমূহ যেমন:
থানা থেকে মুক্তি, বিকল্প পন্থা, জামিন প্রদানে আইন অনুযায়ী কিংবা আদালতের নির্দেশে ব্যবস্থা গ্রহণ;
আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিকল্প পরিচর্যা ও সেবা;
প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা ব্যবস্থাকে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা এবং তা স্বল্পতম সময়ের জন্য।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্টগণ

সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম শাখা এ কার্যক্রম দু'টি বাস্তবায়ন করে থাকে। পরিচালক (কার্যক্রম) এর নেতৃত্বে একজন অতিরিক্ত পরিচালক, একজন উপ-পরিচালক, ১ জন সহকারী পরিচালক, সদর দপ্তর পর্যায়ে এবং মাঠপর্যায়ে ৪৪ জন প্রবেশন অফিসার এবং ৪৮৮ জন অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবেশন অফিসার (উপজেলা সমাজসেবা অফিসার) এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট।

সেবাদান পদ্ধতি:

প্রবেশনের ক্ষেত্রে

বিজ্ঞ আদালতে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী কর্তৃক আবেদন;
বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রবেশন অফিসারকে অপরাধী সম্পর্কে প্রাকদন্ডাদেশ প্রতিবেদন প্রদানের আদেশ;
প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রাকদন্ডাদেশ প্রতিবেদন দাখিল;
বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রবেশন মঞ্জুর (অপরাধী কর্তৃক বন্ড সহি প্রদান সাপেক্ষে);
প্রবেশন মেয়াদে অপরাধীকে কাউন্সেলিং, মনিটরিংসহ তার উন্নয়নের বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
প্রবেশন অফিসার কর্তৃক নিয়মিত আদালতে প্রতিবেদন দাখিল;
প্রবেশন মেয়াদান্তে প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক প্রবেশনারকে মুক্তি প্রদান/কারাগারে প্রেরণ;
শিশুর ক্ষেত্রে শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৩৪ উপ-ধারা ৬ মোতাবেক শিশুকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখার পরিবর্তে সদাচরণের জন্য শিশু আদালতের আদেশক্রমে প্রবেশন সেবা প্রদান;

কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন ২০০৬ এর আওতায় কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের তালিকা প্রস্তুত এবং শর্ত স্বাপেক্ষে তাদের মুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
বিকল্প পন্থা, বিকল্প পরিচর্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে

আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে সংশ্লিষ্ট থানার শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ;
শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৮৪ ও ধারা ৮৫ মোতাবেক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিকল্প পরিচর্যার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ।
আফটার কেয়ারের ক্ষেত্রে

প্রবেশন অফিসার কর্তৃক সাজার মেয়াদ অনুযায়ী নিয়মিত কয়েদীদের হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ
হালনাগাদ তালিকা অনুযায়ী কয়েদীদের উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
অপরাধ প্রবণতা হ্রাসে নিয়মিত কারাকর্তৃপক্ষ সহযোগে মোটিভেশনাল সভা আয়োজন;
অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে কারামুক্ত ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসারের নিকট সুপারিশসহ আবেদনপত্র প্রেরণ;
উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিস কর্তৃক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় সহায়তা প্রদান;
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা গ্রহণে সহায়তা দান;
কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রবেশনে মুক্তি ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের নিমিত্ত বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমিতির ফান্ড সংগ্রহ;

সেবাদান কেন্দ্র:

প্রবেশন অফিসারের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা
প্রবেশন অফিসারের কার্যালয়, সিএমএম কোর্ট,
প্রবেশন অফিসার (শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ)
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় (সকল উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, প্রবেশন অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত)
বিভাগীয় জেলার শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ (প্রবেশন অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত)

কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্টগণ:

১. সদর দপ্তর পর্যায়ে : সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম অধিশাখা এ কার্যক্রমবাস্তবায়ন করে থাকে। পরিচালক (কার্যক্রম)- এর নেতৃত্বে একজন অতিরিক্ত পরিচালক, একজন উপ-পরিচালক, ১ জন সহকারী পরিচালক।

২. মাঠ পর্যায়ে: সকল বিভাগের পরিচালক, সকল জেলার উপপরিচালক, ৭০ জন প্রবেশন অফিসার(৬৪টি জেলা ও ৬টি সি এম এম কোর্ট) এবং ৪৯২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবেশন অফিসার (উপজেলা সমাজসেবা অফিসার) ও বিভাগীয় জেলার শহর সমাজসেবা অফিসারগণ।

সেবাগ্রহিতা:

প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিনেন্স, ১৯৬০ অনুযায়ী প্রবেশন আদেশপ্রাপ্ত প্রবেশনার;
কারাগার অভ্যন্তরে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী;
শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘর্ষে জড়িত শিশু;
শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী সুবিধাবঞ্চিত শিশু;
কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন ২০০৬ অনুযায়ী বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য সাজাপ্রাপ্ত নারী।

সেবা প্রদানের সময়সীমা:

আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা
সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে নির্ধারিত সময়সীমা
অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্তির ১০ কর্মদিবসের মধ্যে।

অর্থ বছর	প্রবেশন মামলার সংখ্যা
২০২২-২৩	০১

সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/ নীতিমালা:

১. প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিনেন্স, ১৯৬০ (সংশোধিত ১৯৬৪)
২. কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬
৩. শিশু আইন, ২০১৩
৪. প্রবেশন অব অফেন্ডার্স রুলস, ১৯৭১

সকল ভাতা ই-পেমেন্ট (G2P) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন:

সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি পাচ্ছেন ১ কোটি ০৮ লক্ষ ২১ হাজার ৪২ জন মানুষ

২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তর এর মাধ্যমে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতাধীন ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি পাচ্ছেন ১ কোটি ০৮ লক্ষ ২১ হাজার ৪২ জন মানুষ। বয়স্কভাতা কর্মসূচিতে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ৫৭.০১ লক্ষ জন, বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতা কর্মসূচিতে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ২৪.৭৫ লক্ষ জন, প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচিতে মাসিক ৮৫০ টাকা হারে ২৩.৬৫ লক্ষ জন, হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষভাতা কর্মসূচিতে মাসিক ৬০০ টাকা হারে ২৬০০ জন, বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষভাতা কর্মসূচিতে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ৫০৬৬ জন এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষভাতা কর্মসূচিতে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ৪৫২৫০ জন G2P পদ্ধতিতে ভাতার অর্থ পাচ্ছেন।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে মাসিক যথাক্রমে ৭৫০, ৮৫০, ৯০০ ও ১৩০০ টাকা হারে ১ লক্ষ জন, হিজড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচিতে ১২২৫ জন, বেদে জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচিতে ৩৯৯৮ জন এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচিতে ২১৯০৩ জন G2P পদ্ধতিতে শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ পাচ্ছেন।

শিশু সহায়তায় ফোন ১০৯৮

শিশুদের সুরক্ষায় দেশব্যাপীস সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে ইউনিসেফের সহায়তায় চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ চালু হয়েছে। দেশের যেকোনো প্রান্তের কোনো শিশু কোনো ধরনের সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষনের শিকার হলে শিশু নিজে অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি বিনামূল্যে ১০৯৮ হেল্পলাইনে ফোন করে সহায়তা চাইতে পারবেন । এক্ষেত্রে আপনার প্রতিকার চাইবার পথটি সহজ হয়ে যাবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অধীন সমাজসেবা অধিদফতর শিশুআইন ২০১৩ অনুসারে শিশুঅধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিসেফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সারাদেশব্যাপী 'Child help line 1098' এর কার্যক্রম গত ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে। পরবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সর মাধ্যমে 'Child help line 1098' এর দেশব্যাপী চালুর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। Toll free short code '1098' এর মাধ্যমে বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম, শিশুনির্যাতন, শিশু পাচার ইত্যাদি শিশু অধিকার লংঘন সংক্রান্ত তথ্যাদি 'Child help line 1098' এর মাধ্যমে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে শিশুঅধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সার্বক্ষণিক (24X7) প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকার আগারগাঁওস্থ সমাজসেবা অধিদফতরের ৮ম তলায় Child help line এর Centralized Call Center (CCC) স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটিরদিনসহ ২৪ ঘণ্টা Call Center টির কার্যক্রম চালু থাকে।

১০৯৮ হেল্পলাইন কী ?

এটি এমন একটি ব্যবস্থা বা পরিসেবা, যা সকল প্রকার প্রভাব বা চাপমুক্ত থেকে শিশুর সুরক্ষা প্রদানে সকল প্রকার গোপনীয়তা রক্ষা করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সাধারন ফোনের মাধ্যমেই মানুষ ১০৯৮ হেল্পলাইনের সাহায্য পেয়ে থাকে। ২৪ ঘন্টায়ই দেশের যেকোন অঞ্চল থেকে ১০৯৮ হেল্পলাইন এ ফোন করে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

১০৯৮ হেল্পলাইনের কেন দরকার হয় ?

অনেক সময় শিশুরা বা বড়রা তাদের সমস্যা বা সুরক্ষা প্রয়োজন- একথাটি বন্ধু বা পরিবারের লোকজনদের কাছে বলতে পারে না। যেমন- কিশোরীরা ইভটিজিং-এর শিকার হলে কাউকে বলতে ভয় পায়। সকলে ভাবে যে, তাদের সমস্যা অন্য কেউ বুঝতে পারবে না, বা নিজেদের সমস্যার কথা বললে চারপাশের সবাই তাদের সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার করবে। কিছু ক্ষেত্রে খুব সংবেদনশীল বিষয়ও আমরা আমাদের কাছের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই না। অনেক সময় শিশুরা মুখ ফুটে কোনও কথা বলতে পারেনা কিংবা কীভাবে নিজের কথা বলা উচিত, সে সর্ম্পকে কোনও স্পস্ট ধারনা থাকে না। এরকম পরিস্থিতিতে, হেল্পলাইনের সাহায্য নিয়ে প্রতিকার পাওয়া যাবে।

১০৯৮ হেল্পলাইন কী সহায়তা করে?

শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার, বাল্যবিবাহ রোধ করতে এবং শিশুদের আইনি সেবা দিতে ১০৯৮ হেল্পলাইন সাহায্য করে;

১০৯৮ হেল্পলাইন টেলিফোন পরিসেবার মাধ্যমে শিশুর জরুরী সেবা/ঝুকিপূর্ণ অবস্থা থেকে শিশুকে উদ্ধার ছাড়াও টেলিফোনে কাউন্সিলিং সেবা দিয়ে থাকে;

নিরাপদ আশ্রয়, পুর্নবাসন ও নেটওয়ার্কের আওতাভুক্তকরনের মাধ্যমে শিশুদেরকে সমাজে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে।

১০৯৮ হেল্পলাইন কিভাবে সহায়তা করে?

যখন কেউ ১০৯৮ হেল্পলাইনের সাহায্য চাইবে তখন প্রথমে একজন সমাজকর্মী তাদের পরিচয় দিয়ে কথা শুরু করেন।

তারপর হেল্পলাইনের নিজস্ব নিয়মকানুন অনুযায়ী সাহায্যপ্রার্থীর নাম পরিচয় ও কোন ধরণের সহায়তা চান তা জানতে চাওয়া হয় ।

সাহায্য প্রার্থী যদি শিশু বিষয়ক কোন সাহায্য চেয়ে থাকেন, তা হলে তাকে তার চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সাহায্যপ্রার্থীর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফোনালাপন চলতে থাকে ।

সমাজকর্মী একজন সাহায্যপ্রার্থীর নাম, বয়স এবং বাসস্থান সম্পর্কে জানতে চাইতে পারেন, যদি কেহ তার নাম, পরিচয় বলতে না চায়, কিংবা প্রকাশে অনিহা প্রকাশ করে,তা হলে তা গোপন রেখে ১০৯৮ হেল্পলাইন সহযোগীতা করে থাকে ।

১০৯৮ হেল্পলাইনকে দেওয়া সাহায্যপ্রার্থীর তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে, বিষয়টিও এক্ষেত্রে পরিষ্কার করে জানানো হয়।

সাহায্য প্রার্থীর(শিশুর জন্য) যে ধরণের সহায়তা প্রয়োজন তা যাচাই করেন এবং স্থানীয় যথাযথ কর্তপক্ষকে **(জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পুলিশ, প্রবেশন কর্মকর্তা)** জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।

একই সাথে সমাজকর্মী শিশুটির সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে প্রতিনিয়ত ফলোআপ করে শিশুর প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন।

চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ অর্জন

(ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত)
৭৮৩৮৪৫ টি কল গ্রহণ
৯৮৭২ টি শিশু নির্যাতন ঘটনা প্রতিকার
৮৩৪৭ টি পরিবারিক সমস্যা সমাধান
১১২১৩ জন গৃহহীন ও সহায়সম্বলহীন/হারিয়ে যাওয়া শিশুর নিরাপদ আবাস বা পরিবারে স্থানান্তর।
২০১৩৮ জন শিশুকে আইনী সহায়তা
৫৩৪৫৩ জন শিশুকে স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান
১৯২১৭ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যাপারে, স্কুল শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সহায়তা
৬৬৮ মাদক ও অন্যান্য নেশার ব্যবহার ও ক্ষতি সম্পর্কে পরামর্শ ও নিরাময় সেন্টার এ রেফার
২৯৯৭ জন শিশুর বাল্য বিবাহ বন্ধ করা

শিশু কল্যাণ কর্মসূচী:

শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী- *সনের ২৪ নং আইন (*

উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড' নামে একটি করিয়া বোর্ড গঠিত হয়েছে, কমিটির সদস্যগণ যথাক্রমে :-

(ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা;
(গ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;
(ঘ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;
(ঙ) থানা'র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা;
(চ) প্রবেশন কর্মকর্তা;
(ছ) উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সভাপতি বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি, যদি থাকে;
(জ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলার ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি;
(ঝ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত শিশুবিষয়ক কার্যাবলির সহিত জড়িত সংশ্লিষ্ট উপজেলার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;
(ঞ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) 'উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি:-

(ক) সংশ্লিষ্ট উপজেলায় বিদ্যমান প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;
(খ) সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় বিকল্প পরিচর্যার উপায় নির্ধারণ, ক্ষেত্রমত, তাহাদিগকে বিকল্প পরিচর্যায় প্রেরণ এবং উক্তরূপ পরিচর্যার আওতাধীন শিশুর তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা;
(গ) জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, প্রণীত নীতিমালা ও প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ;
(ঘ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন; এবং
(ঙ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

বোর্ডের মনোনীত কর্মকর্তার মেয়াদ, ইত্যাদি
(১) উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে মনোনীত কোন সদস্য, ইচ্ছা করিলে, যেকোন সময়, সংশ্লিষ্ট সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সভাপতি কর্তৃক উহা গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত মনোনয়ন বাতিল করিয়া তদস্থলে উপযুক্ত নূতন কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

বোর্ডের সভা
(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
(২) বোর্ড এর সভা, উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) প্রতি ৬(ছয়) মাসে জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড, প্রতি ৪(চার) মাসে জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এবং প্রতি ৩(তিন) মাসে উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
(৪) সভাপতি বোর্ড এর সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, তদ্‌কর্তৃক নির্দেশিত কোন সদস্য বা এইরূপ কোন নির্দেশনা না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।
(৫) মোট সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ডের সভার কোরাম গঠিত হইবে।
(৬) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বোর্ড এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।
(৭) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ড এর কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর উপদেষ্টা:
(১) উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর উপদেষ্টা হইবেন।
(২) উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর উপদেষ্টার দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

অর্থ বছর	গৃহীত পদক্ষেপ সংখ্যা	মন্তব্য
২০২১-২২	০১	পরিত্যাক্ত ১ টি নবজাতক কন্যা শিশুকে লালন-পালনের জন্য নিরাপদ পালক পিতা-মাতার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

প্রতিবন্ধীদের মাঝে সহায়ক উপকরণ বিতরণ

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে সহায়ক উপকরণ হিসেবে প্রাপ্ত কৃত্রিম অংগ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্র্যাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ ইত্যাদি এবং আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিন উপজেলা সমাজসেবা **Kvhv©লয়ের মাধ্যমে** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

গোমস্তাপুর উপজেলায়:

অর্থ বছর	হুউল চেয়ার	সাদা ছড়ি	হেয়ারিং এইড	অন্যান্য
২০২০-২১	১০	২	২	-
২০২১-২২	-	-	-	-
২০২২-২৩	১০	-	-	-

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কর্মসূচী বাস্তবায়ন:

উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের গঠন:
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম বিস্তৃত এবং সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলায় উপজেলার সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন করেছে। উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতিমাসে একবার সভায় মিলিত হবে। উপজেলার সমাজকল্যাণ পরিষদের বেসরকারি সদস্যদের মেয়াদকাল মনোনয়নের তারিখ হতে তিন বছর। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এই পরিষদের সভাপতি এবং উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সদস্য সচিব।

কমিটির রূপরেখা নিম্নরূপ:
১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার- সভাপত
২। উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা- সহ-সভাপতি

৩। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা- সদস্য
৪। উপসহকারি প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)-সদস্য
৫। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা-সদস্য
৬। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা- সদস্য
৭। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা- সদস্য
৮। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা- সদস্য
৯। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)- সদস্য
১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত দুইজন প্রখ্যাত সমাজকর্মী- সদস্য
১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক একজন মহিলা সমাজকর্মী- সদস্য
১২। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা- সদস্য সচিব

উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যাবলী:

১। বিভিন্ন সামাজিক সমস্য চিহ্নিতকরণ এবং সে সকল সমস্যা সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন;
২। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত সকল সমিতি/সংস্থার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও তাদের কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান এবং সেগুলো কে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ;
৩। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থা/সমিতিকে প্রদত্ত অনুদান যথাযথভাবে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়ে পর্যালোচনা;
৪। উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যক্রম জোরদার করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং কার্যক্রম সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ;
৫। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বউদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
৬। উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুদান প্রদানের জন্য জেলার সমাজকল্যাণ পরিষদের নিকট সুপারিশ পেশ;
৭। সরকারি এবং অসরকারি পর্যায়ে উপজেলার সমাজকল্যাণ মূলক কার্যক্রমের ওপর ষান্মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রতি বছরের ১৫ জুলাই ও ১৫ জানুয়ারির মধ্যে জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের প্রেরণ;
৮। সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে উৎসাহী ও স্বেচ্ছায় দানশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উপযুক্ত রশিদ প্রধান ও যথাযথ হিসাবরক্ষণ সাপেক্ষে অনুদান গ্রহণ;
উপজেলার সমাজকল্যাণ পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং সরকার ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

অর্থ বছর	অনুদানের পরিমান	অনুদান গ্রহীতার সংখ্যা	মন্তব্য
২০২০-২১			
২০২১-২২			
২০২২-২৩			

উপজেলা শিশু কল্যাণ কর্মসূচী:

আইন

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
১	পরিত্যক্ত শিশুর অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০২১খসড়া প্রেরণ	২০২১-১২-০৭
২	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন)	২০১৩-১২-০৯

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
৩	নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫২ নং আইন)	২০১৩-১১-১০
৪	পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৯ নং আইন)	২০১৩-১০-২৭
৫	শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন)	২০১৩-০৬-২০
৬	ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৫ নং আইন)	২০১১-০৯-২০
৭	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন)	২০০৯-০৪-০৬
৮	সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪০ নং আইন)	২০০৯-০২-২৪
৯	কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪৮ নং আইন)	২০০৬-১০-১১
১০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন)	২০০৬-১০-০৮
১১	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন)	২০০৬-০৭-১৬
১২	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন)	২০০৬-০৭-০৬
১৩	স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এবং স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ১৯৬২	১৯৬২-০৮-২৯
১৪	THE VOLUNTARY SOCIAL WELFARE AGENCIES (REGISTRATION AND CONTROL) ORDINANCE, 1961 (ORDINANCE NO. XLVI OF 1961)	১৯৬১-১২-০২
১৫	THE PROBATION OF OFFENDERS ORDINANCE, 1960 (ORDINANCE NO. XLV OF 1960)	১৯৬০-১১-০১
১৬	THE ORPHANAGES AND WIDOWS' HOMES ACT, 1944 (BENGAL ACT NO. III OF 1944)	১৯৪৪-০৬-২৯

নীতিমালা:

ক্রমিক নং	নীতিমালা
১.	'বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৮ (সংশোধিত ও পরিমার্জিত)
২.	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

৩.	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা (তৃতীয় সংস্করণ), ২০১৫
৪.	ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত) ও ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত)
৫.	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৩
৬.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩
৭.	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩
৮.	বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩
৯.	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩
১০.	দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৩
১১.	হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৩
১২.	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১১
১৩.	বেসরকারী ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বরাদ্দ ও বন্টন নীতিমালা, ২০০৯
১৪.	এতিম ও দুস্থ শিশুদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম, ব্যবস্থাপনা নীতিমালা
১৫.	শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯
১৬.	এনিডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের আবাসন ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
১৭.	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯
১৮	সরকারি শিশু পরিবার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা
১৯	ছোটমণি নিবাস ব্যবস্থাপনা নীতিমালা
২০	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা-২০২১